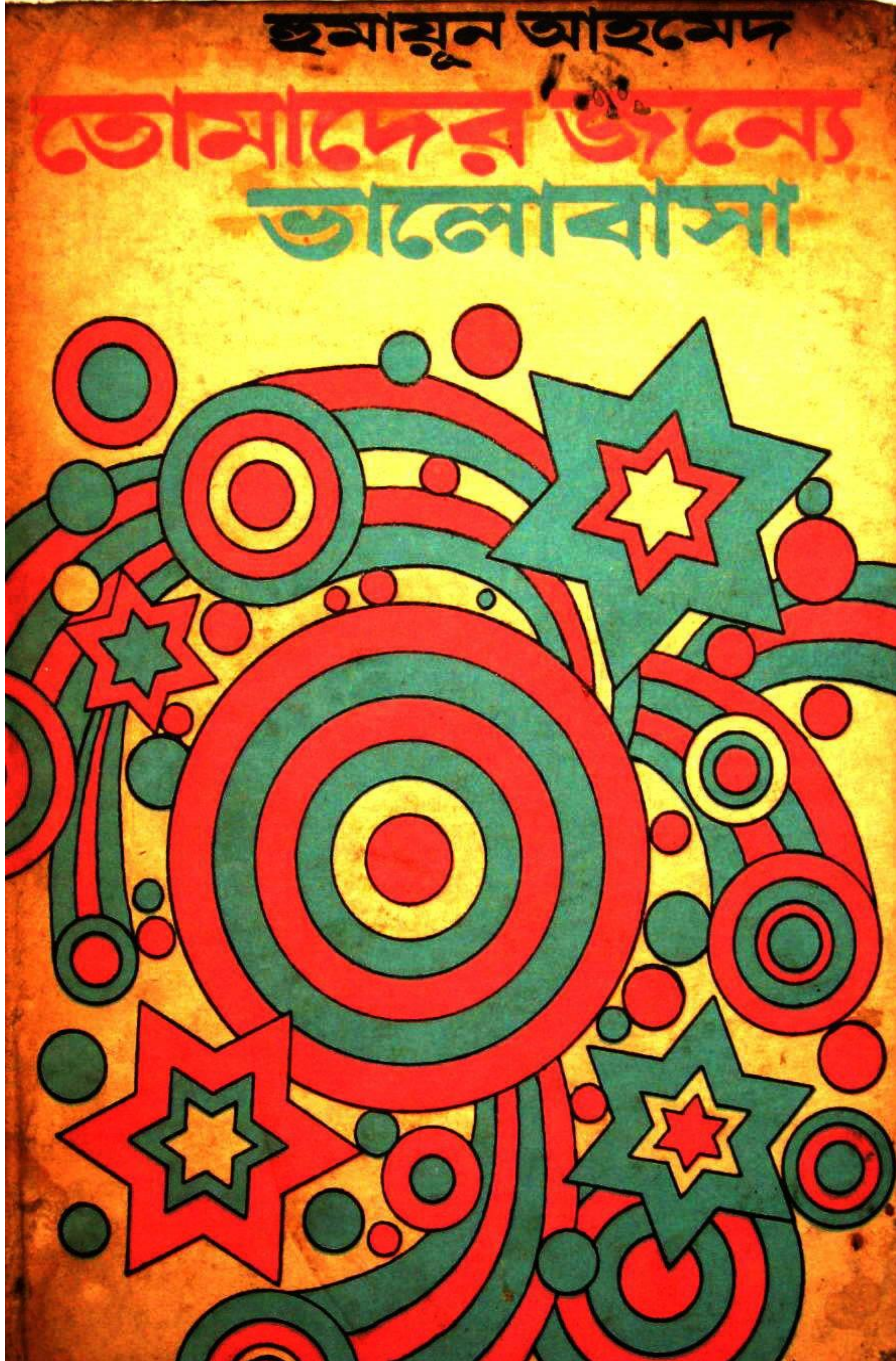

হুমায়ূন আহমেদ
তোমাদের জন্যে ভালোবাসা

সবাই এসে গেছেন।

কালো টেবিলের চারপাশে সাজানো নীচু চেয়ারগুলিতে চুপচাপ বসে আছেন তাঁরা। এতো চুপচাপ যে তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসবে। কাল রাতের বেলা 'ভয়ানক জরুরী' ছাপমারা লাল রংয়ের চিঠি গিয়েছে সবার কাছে। সেখানে লেখা, "আসন্ন মহা সংকট নিয়ে আলোচনা, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।" মহাকাশ প্রযুক্তি বিদ্যা গবেষণাগার প্রধান এস. মাথুরের সই করা চিঠি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত মহামান্য ফিহাও হয়তো হাজির থাকবেন এই জরুরী বৈঠকে। চিঠিতে অবশ্য এই কথা উল্লেখ নেই। কখনো থাকে না। অতীতে অনেকবার বিজ্ঞানী সম্মেলনের মহাপরিচালক হিসাবে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে। কিন্তু তিনি আসেন নি। বলে পাঠিয়েছেন, "ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আসতে পারছি না, দুঃখিত।" কিন্তু আজ তাকে আসতেই হবে। আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তা তো আর রোজ রোজ দেখা দেয় না! লক্ষ লক্ষ বৎসরেও এক-আধবার হয় কি না কে জানে! এ সময়ে ফিহার মত বিজ্ঞানী তার অভ্যাস মত শুয়ে শুয়ে গান শুনে সময় কাটাবেন তাও কি হয়?

'আমার মনে হয় মাথুর এসে পড়তে আর দেরী নেই।'

যিনি কথা বললেন সবাই ঘুরে তাকালো তাঁর দিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে নীরবতা ভাঙ্গার জন্যেই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এ কথাগুলি বলা হয়েছে। দু একজন বক্তার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকালেন। বক্তা একটু কেশে বললেন,

'কাল কেমন ঝড় হয়েছিলো দেখেছেন? জানালার একটা কাঁচ ভেঙ্গে গেছে আমার।'

কথার উত্তরে কাউকে একটি কথাও বলতে না শুনে তিনি অস্বস্তিতে আঙুল মটকাতে লাগলেন। মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন।

ঘরটি মস্ত বড়। প্রায় হল ঘরের মতো। জরুরী পরিস্থিতিতে হাজার ছয়েক বিজ্ঞানীর বসার জায়গা আছে। আজ অবশ্য এসেছেন আটাশজন। বসবার ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পাশের ফাঁকা জায়গাটায়। পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরণের ঘর। শীতকালে জমে যাওয়া হ্রদের জলের মত মসৃণ মেঝে। কালো পাথরের ইমিটেশনে তৈরী দেয়াল, দেখা যায় না এমন উচুঁতে ছাদ।

যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন তার পাশের ঘরটিতে মহাশূন্যের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যাওয়া ষ্টেশন, অভিযাত্রীদল, সন্ধানী দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে কম্পিউটর সিডিসি। বিজ্ঞানীদের হাজার বছরের সাধনার তৈরী, মানুষের মস্তিষ্কের নিওরোণের[১] নিখুঁত অনুকরণে তৈরী নিওরোন যার জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। কে বলবে আজকের এ বৈঠকে হয়তো কম্পিউটর সিডিসিও অংশ-

১. নির্ঘন্ট দ্রষ্টব্য।

গ্রহণ করবে, নয়তো ঠিক তার পাশের ঘরেই বৈঠক বসানোর কোন কারণ নেই।

'এস. মাথুরের আসার সময় হয়েছে ঠিক দেড়ঘন্টা আগে।' কথাগুলি বলে পদার্থবিদ ক্রুরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্প বয়সেই অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সম্মানসূচক একটি লাল তারা পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বৈত অবস্থানবাদ[২] নিয়ে তিন বৎসর ধরেই ক্রমাগত গবেষণা হচ্ছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয় যখন দ্বৈত অবস্থানবাদ স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা ক্রুরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজনায় ক্রুরা অল্প অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়া লালচে চুলগুলি বাঁ হাতে সরিয়ে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন,

'একটি মিনিটও যেখানে আমাদের কাছে দামী, মাথুর কি করে সেখানে দেড়ঘন্টা দেরী করেন ভেবে পাই না।'

বিরক্তিতে ক্রুরা কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'মাথুরের মনে রাখা উচিত সমস্যাটি মারাত্মক সমস্যা।'

বিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসলেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক, হয়তো ইতিমধ্যেই তা তাঁদের গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই ঘর, এই গোল কালো রং-এর টেবিল, ঘরের ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাস সমস্তই বলছে, 'সময় খুব কম, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের ভয় পাওয়া মুখের ছায়া পড়েছে ঘরের কালো দেয়ালে। বুকের ভিতর শির শির করা অনুভূতি নিয়ে তাঁরা নীরবে বসে আছেন।

✲ ✲ ✲ ✲

মাঝে মাঝে একেকটা সময় আসে যখন পুরানো ধারণা বদলে

দেয়ার জন্যে মহাপুরুষদের মত মহাবিজ্ঞানীরা জন্মান। কালজয়ী সে সব অতি মানব মানুষের জ্ঞানের সিড়ি ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে লাফিয়ে ধারণাতীত উঁচু ধাপে নিয়ে যান। বিধাতার মতো ক্ষমতাধর এ সমস্ত মানুষেরা বহু যুগে এক আধ জন করে জন্মান। জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ শুরু হয় তখন। মানুষের আদিমতম কামনা, দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বিষয় আমরা নিয়মের শৃংখলে বেঁধে ফেলবো, অজানা কিছুই থাকবে না, অদেখা কিছুই থাকবে না। কোন রহস্যই রহস্য থাকবে না।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়টা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার কাল চলছে। পুরনো ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন সূত্র, ঝড়ের মতো এসে পড়ছে। যে সমস্ত জটিল রহস্যের হাজার বৎসরেও সমাধান হয়নি অতীতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা যা অসহায় ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাদের সমাধানই শুধু হয়নি সে সমাধানের পথ ধরেই নতুন সূত্রাবলী, নতুন ধারণা কম্পিউটরের মেমরী সেলে[৩] সঞ্চিত হতে শুরু হয়েছে। জন্ম হয়েছে ফিহার মতো মহা আঙ্কিকের যিনি তাঁর তুলনাহীন প্রতিভা নিয়ে ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের[৪] সমাধান করেছেন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে। জন্ম হয়েছে পদার্থবিদ স্রুরার, পদার্থবিদ এস. মাথুরের। মানুষের তৈরী কৃত্রিম নিওরোণ নিয়ে তৈরী হয়েছে মানবিক আবেগ-সম্পন্ন কম্পিউটর সিডিসি। গ্রহ থেকে গ্রহে, মহাকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কে বলে জ্ঞানের শেষ নেই, সীমা নেই? মানুষের শৃংখলে বাধা পড়তেই হবে জ্ঞানকে। বিজ্ঞানীদের পিছু ফেরবার রাস্তা নেই, আরো জানো, আরো বেশী জানো।

এমনি যখন অবস্থা ঠিক তখনি আবিষ্কৃত হলো টাইফা গ্রহ[৫] এণ্ড্রোমিডা[৬] নক্ষত্রপুঞ্জের একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ। চারপাশে উজ্জ্বল ধোয়াটে রঙের ছায়াপথের মাঝামাঝি গ্রহ একটি। একটি হঠাৎ আবিষ্কার। বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাকাশ গবেষণামন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল WGK—166[৭], একটি সাদা বামন নক্ষত্রকে যা দ্রুত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রবল বিস্ফোরণে গুড়িয়ে যাবার জন্যে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সাদা বামন নক্ষত্র[৮] থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণ তেজের প্রায় ষাট ভাগ কেউ যেন শুষে নিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড ক্ষমতাকে কে টেনে নিতে পারে? অন্য কোন গ্রহের কোন উন্নত প্রাণী কি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করছে? যদি তাই হয় তবে সে প্রাণী কত উন্নত?

আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ।

বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাজাগতিক ষ্টেশন নিনুপ-৩৭ এর অধিনায়ক টাইফার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারক। সেই ষ্টেশনের সবাই অতি সম্মানসূচক দুই নীল তারা উপাধি পেলেন।

টাইফা গ্রহের সংগে যোগাযোগ হতে সময় লাগল এক বৎসর। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হকচকিয়ে গেলেন। টাইফা গ্রহের গণিতশাস্ত্রের খবর আসতে লাগল। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা কি করবেন বুঝতে পারলেন না। সমস্তই তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচরে। সেখানে সময় বলে কি কিছুই নেই? সময়কে সব সময় শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? বস্তু বলে কি কিছু নেই? বস্তুকে শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? শক্তিকে দুই মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করছে কেন?

মহা আঙ্কিক ফিহা, পৃথিবীর সব অঙ্কবিদরা নতুন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভূতুড়ে সব গণিতবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, কোথেকে কি হচ্ছে? তাদের ফলাফল হিসেবে মহাশূন্যে কোথাও কোন বস্তু নেই। চারিদিকে অনন্ত শূন্য। মানুষ মহাজাগতিক শক্তির একটি আংশিক ছায়া। তাহ'লে আমাদের ভাবনা চিন্তা আমাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম, ভালোবাসা সমস্তই কি মিথ্যা? ছায়ার উপরেই জন্ম মৃত্যু?

পৃথিবীর খবরের কাগজগুলিতে আজগুবী সব খবর বেরুতে লাগলো। কেউ কেউ লিখলো টাইফা গ্রহের মানুষেরা পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেউ লিখলো তারা পৃথিবীতে তাদের ঘাঁটি বানানোর জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সংগে ষড়যন্ত্র করছে। কেউ লিখলো বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে ফেলবার জন্য তারা আজগুবি সব তথ্য পাঠাচ্ছে। গুজবের পিঠে ভর করেই গুজব চলে। টাইফা গ্রহ নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখা হ'তে থাকলো। দু'জন পরিচালক এই নিয়ে থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি তৈরী করলেন। ছবির নাম 'নরক থেকে আসছি'। কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছড়িয়ে পড়লো, টাইফা গ্রহের বিজ্ঞানীরা নাকি পৃথিবীর বিজ্ঞান পল্লী সিরানে এসে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাশূন্য গবেষণা বিভাগ, খাদ্য উৎপন্ন বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধ্য হয়ে এস. মাথুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন।

জনসাধারণকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। অমূলক ভয়-ভীতি সরিয়ে দিয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজ্ঞান পল্লী সিরানে সেবারই সর্বপ্রথম অবিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হলেন।

বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি,—

'বিজ্ঞান পল্লী সিরানে সর্বপ্রথম নিমন্ত্রিত অতিথিরা, আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। শুরুতেই টাইফা গ্রহ সম্বন্ধে আপনাদের যাবতীয় ধারণার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। টাইফা গ্রহ নিয়ে আপনারা যত ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পো-কাহিনী রচনা করুন, ছবি তৈরী করুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই; 'নরক থেকে আসছি' ছবিটা আমার নিজেরও অত্যন্ত ভালো লেগেছে।'

গ্যালারীতে বসা দর্শকরা এস. মাথুরের এই কথায় হৈ হৈ করে হাততালি দিতে লাগলেন। তালির শব্দ কিছুটা কমে আসতেই এস. মাথুর তাঁর নীচু ও স্পষ্ট কথা বলার বিশেষ ভংগীতে আবার বলে চললেন,

'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা উন্নত ধরণের প্রাণীর সন্ধান টাইফা গ্রহে পেয়েছি।'

একজন দর্শক চেঁচিয়ে বললেন, 'তারা কি দেখতে মানুষের মতো?'

'তারা দেখতে কেমন তা দিয়ে আমার বা আপনার বরারা কোন প্রয়োজন নেই। তবে তারা নিঃসন্দেহে উন্নত জীব। তারা ওমিক্রন[১০] রশ্মির সাহায্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা ওমিক্রন রশ্মির যে সংকেত পাঠাচ্ছি তা তারা বুঝতে পারছে এবং তারা সেই সংকেতের সাহায্যেই আমাদের খবর দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে সেই সংকেতে খবর পাঠানো নিঃসন্দেহে উন্নত শ্রেণীর জীবের কাজ।'

হল ঘর নিঃশব্দ হয়ে এস. মাথুরের কথা শুনছে। শুধু কয়েকটা মুভি ক্যামেরার সাঁ সাঁ ছটু ছটু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এস. মাথুর বলে চললেন,

'আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে বলতে চাই, টাইফা গ্রহ গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রাবলী সম্পর্কে যা বলতে চায় তা হতে পারে না, তা অসম্ভব।'

কথা শেষ না হতেই নীল কোট পরা এক সাংবাদিক বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন,

'কেন হতে পারে না? কেন অসম্ভব? আমরা বুঝতে পারছিনা বলে?'

এস. মাথুর বললেন, 'তাদের নিয়মে সময় বলে কিছু নেই। একজন অনায়াসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। এ অসম্ভব ও হাস্যকর।'

সাংবাদিক চড়া গলায় বললেন, 'কেন হাস্যকর? হাজার বছর আগেও তো পৃথিবীতে টাইম মেশিন নিয়ে গল্প চালু ছিল!'

এস. মাথুর বললেন, 'গল্প ও বাস্তব ভিন্ন জিনিষ। আপনি একটি গল্পে পড়লেন যে একটি লোক হঠাৎ একটি পাখী হয়ে আকাশে উড়ে গেলো। বাস্তবে আপনি সে রকম কোন পাখী হয়ে উড়ে যেতে পারেন না। পারেন কি?'

কথা শেষ না হতেই দর্শকরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে হাততালি পড়তে লাগল। সাংবাদিক লাল হয়ে বললেন,

'আমি পাখী হবার কথা বলছিনা। আপনি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।'

এস. মাথুর হাসি মুখে বললেন, 'না, আমি এড়িয়ে যাচ্ছিনা। টাইম মেশিনের কল্পনা কতটুকু অবাস্তব তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন একটা টাইম মেশিন তৈরী করলাম, মেশিনে চড়ে

আমরা চলে গেলাম অতীতে, যখন আপনার জন্মই হয়নি। আপনার বাবার বয়স মাত্রো বারো। মনে করুন আপনার সেই বারো বৎসর বয়সের বাবাকে আমি খুন করে আবার টাইম মেশিনে চড়ে বর্তমানে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি আপনি সিরান পল্লীতে দাড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনছেন। অথচ তা হতে পারে না—কারণ আপনার বাবা বারো বৎসর বয়েস মারা গেছেন। অতএব আপনার জন্মই হতে পারে না।'

সাংবাদিক বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাড়ালেন মহামান্য ফিহা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। দুর্লভ তিন লাল তারা সম্মানের অধিকারী, ত্রিমাত্রিক যৌগিগ সময় সমীকরণের নির্ভুল সমাধান দিয়ে যিনি সমস্ত বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে রেখেছেন। ফিহা মাথা নীচু করে হেটে গেলেন মাথুরের কাছে, বললেন, 'আমি কিছু বলব।'

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। ফিহা বলে চললেন, 'কাল আমি সারারাত ঘুমুতে পারিনি, আমার একটা পোষা বেড়ালছানা আছে, সাদা রঙের, ধবধবে সাদা, বিলিয়ার্ড বলের মতো। ওর কি একটা অসুখ করেছে, সারা রাত বিরক্ত করেছে আমাকে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে ঘুমুতে গেছি, হঠাৎ মনে হল টাইফা গ্রহের বিজ্ঞান নিশ্চয়ই নির্ভুল। আচমকা মনে হলো সময় সংক্রান্ত আমার যেসব সূত্র আছে সেখানে সময়কে শূন্য রাখলেও উত্তর নির্ভুল হয়, শুধু বস্তুকে ভিন্ন খাতায় নিয়ে যেতে হয়। আমি দেখাচ্ছি করে—'

ফিহা ব্ল্যাক বোর্ডের কাছে চলে গেলেন। একটির পর

একটি সূত্র লিখে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অংক কষে চললেন! পরবর্তী পনেরো মিনিট শুধু চকের খস খস শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। ফিহা এক সময় বোর্ড ছেড়ে ডায়াসে উঠে এসে বললেন, 'সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি?' দর্শকদের কেউই বুঝতে পারেননি কিছুই। শুধু অংক কষার ধরণ ধারণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সবাই মাথা নাড়লেন, যেন খুব বুঝতে পেরেছেন! ফিহা বললেন,

'এখন মুশকিল কি হয়েছে জানেন? তারা এত উপরের স্তরে পৌছে গেছে যে তাদের কোন কিছুই এখন আর আমাদের ধারণায় আনা সম্ভব নয়। তাদের গণিত বলুন, তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা কিছুই নয়।'

এবার বিজ্ঞানীদের ভিতর একজন দাড়িয়ে বললেন, 'কেন সম্ভব নয়?'

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বোকার মতো কথা বলবেন না। মানুষ যেমন উন্নত, পিপিলিকাও তার স্কেলে অর্থাৎ তার প্রাণী জগতে উন্নত। এখন মানুষ কি পারবে পিপিলিকাকে কিছু শেখাতে? গণিত শেখাতে পারবে? পদার্থবিদ্যা শেখাতে পারবে? পিপিলিকার শেখার আগ্রহ যতই থাকুকনা কেন!'

সভাকক্ষে তুমুল হাততালি পড়তে লাগল। এস. মাথুর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনারা হৈ চৈ করবেন না। এইমাত্র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে একটা মারাত্মক খবর এসেছে। আজকের অধিবেশন এই মূহুর্তেই শেষ।'

এস. মাথুর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। যিনি তাঁকে এসে কানে-

কানে খবরটি দিয়েছেন তিনিও ঘন ঘন জিব বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন।

'মারাত্মক খবরটি কি? আমরা জানতে চাই।' দর্শকরা চ্যাচাঁতে লাগলেন। বসে থাকা বিজ্ঞানীরাও উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে।

মাথুর ভীত গলায় বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হঠাৎ করে ভোজবাজীর মতো টাইফা গ্রহটি হারিয়ে গেছে। কোন বিস্ফোরণ নয়, কোন সংঘর্ষ নয় হঠাৎ করে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। যেখানে গ্রহটি ছিলো সেখানে এখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনারা দশ মিনিটের ভেতর হল ঘর খালি করে চলে যান। এক্ষুনি বিজ্ঞানীদের বিশেষ জরুরী বৈঠক বসবে। সভাপতিত্ব করবেন মহামান্য ফিহা।'

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার এক্ষুনি বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। বেড়ালছানা রাত থেকে কিছু খায়নি। তাকে গ্লুকোজ ইন্টার ভেনাস দিতে হবে।'

মাথুর বললেন, 'আপনি চলে গেলে কি করে হবে?'

ফিহা বললেন, 'আমি থাকলেই বুঝি সেই গ্রহটা আবার ফিরে আসবে?

সেদিন সন্ধ্যাতেই আভ্যন্তরীণ বেতার, বহির্বিশ্ব বেতার থেকে জরুরী নির্দেশাবলী প্রচারিত হল।

"আমি বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি,

"এই মূহুর্ত থেকে পৃথিবীর উপনিবেশ মঙ্গল ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় মহাজাগতিক ষ্টেশনে চরম সংকট ঘোষণা করা

হ'লো। টাইফা গ্রহ যে রকম কোন কারণ ছাড়াই মহাশূন্যে মিশে গেছে তেমনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রও মিশে যাচ্ছে। আমাদের কম্পিউটর সিডিসি কত পরিধি, কোন্ পথ এবং কত গতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তা বের করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে এই গতিপথ চক্রাকার। তা টাইফা গ্রহ থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী, মঙ্গল, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি এই আওতায় পড়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী আর এক বৎসর তিন মাস পনেরো দিন পর এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। বিজ্ঞানীরা কি করবেন তা স্থির করতে চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রতি নির্দেশ,

"এক. আতংকগ্রস্থ হবেন না। আতংকগ্রস্থ হলে এই বিপদ থেকে যখন রক্ষা পাওয়া যাবে না তখন আতংকগ্রস্থ হয়ে লাভ কি?

দুই. যার যা করণীয়, তিনি তা করবেন।

তিন. কোন প্রকার গুজব প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সব সময় আপনাদের সংগেই আছেন। যা অবশ্যম্ভাবী তাকে হাসি মুখে বরণ করতে হবে নিশ্চয়ই, তবু বলছি বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা হারাবেন না।"

কালো টেবিলের চারপাশে নীচু চেয়ার গুলিতে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন। পদার্থবিদ ক্রুরা বললেন,

'আমরা কি অনন্তকাল এখানে বসে থাকব? এস. মাথুর যদি পাঁচ মিনিটের ভেতর না আসেন তবে আমি চলে যাব।'

ঠিক তক্ষুণি এস. মাথুর এসে ঢুকলেন। এক রাতের ভেতরই তার চেহারা বদলে গিয়ে কেমন হয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি

উদভ্রান্ত, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোন রকমে বললেন,

'আমি দুঃখিত, আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলাম ফিহাকে আনতে। তিনি কিছুতেই আসতে রাজী হলেন না। প্রেইরী অঞ্চলে চলে গেছেন হাওয়া বদল করতে। এত বড় বিপদ, অথচ—।'

স্ত্রুরা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, যতবড় প্রতিভাই হোক প্রাণদণ্ডই তার যোগ্য পুরস্কার।' মাথুর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

* * * *

হাতলে হাত রাখবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

এতো অল্প সময়ে কি করে যে গতি এমন বেড়ে যায় ভাবতে ভাবতে লী বাতাসের ধাক্কা সামলাতে লাগলো। হাতল খুব শক্ত করে ধরা আছে তবু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছেনা। বাঁ হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকায় সে হাতটা অকেজো। দেরী করবার সময় নেই, ট্যুরিষ্ট ট্রেনগুলি অসম্ভব গতিতে চলে। কে জানে হয়তো এরই মধ্যে ঘন্টায় দুশো মাইল দিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে হাতের কালো ব্যাগটা ছুটে বেড়িয়ে যাবে।

'এই মেয়ে ব্যাগ ফেলে দুহাতে হাতল ধরো।'

বুড়োমত একজন ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠিক কখন যে তিনি দরজার পাশে এসে দাড়িয়েছেন, লী লক্ষ্যই করেনি। সে চেঁচিয়ে বললো, 'ব্যাগ ফেলা যাবে না। আপনি আমার কোমরের বেল্ট ধরে টেনে তুলুন না দয়া করে।'

লীর ধাতস্থ হতে সময় লাগলো। হাপাতে হাপাতে বললো,

'ধন্যবাদ। আরেকটু দেরী হ'লে উড়েই যেতাম।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। লজ্জিত ভাবে বললেন, 'এই কামরার বিপদসংকেতের বোতামটা আমি খুঁজে পাইনি, পেলে এতো অসুবিধে হ'তো না।'

'ঐ তো বোতামটা, কি আশ্চর্য্য এটা দেখেননি ?'

'উঁহু। বুড়ো মানুষ তো।'

লীর মনে হলো এই লোকটি তার খুব চেনা। যেন দীর্ঘকালের গভীর পরিচয়। অথচ কোথায় কি সূত্রে, তার কিছুই মনে নেই। লী বললো,

'আপনাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি ?'

'আপনি কি সিনেমায় অভিনয় করেন ? সিনেমার লোকদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব চেনা চেনা মনে হয়।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। আপনি কখনো সিনেমার অভিনেতাদের রাস্তায় দেখেন নি ?'

'না।'

'আমি দেখেছি। হাপারকে দুদিন দেখেছি।'

'তুমি কি নিজেও সিনেমা করো ?'

'না। কেন বলুন তো ?'

'খুব সুন্দর চেহারা তোমার, সেই জন্যেই বলছি।'

'যান! বেশ লোক তো আপনি।'

'কি নাম তোমার ?'

'লী।'

'শুধু লী?'

'হ্যা শুধু লী।'

লী চুলের ক্লীপ খুলে দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলো। বুড়া ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পা নাচাতে লাগলেন। লী বললো,

'এই সম্পূর্ণ কামড়া আপনি রিজার্ভ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি খুব বড় লোক বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি বলছি, আমারো খুব বড় লোক হতে ইচ্ছা করে।'

'কি কর তুমি?'

'প্রাচীন বই বিভাগে কাজ করি। জানেন, আমি অনেক প্রাচীন বই পড়ে ফেলেছি।'

'বেশ তো।'

'জানেন, 'হিতার' বলে একটা বই পড়ে আমি কতো যে কেঁদেছি।'

'তুমি দেখি ভারী ছেলেমানুষ, বই পড়ে বুঝি কেউ কাঁদে?'

'আপনি বুঝি বই পড়েন না?'

'পড়ি, তবে কাঁদি না। তাছাড়া বাজে বই পড়ার সময় কোথায় বলো?'

লী বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তার মনে হলো বুড়া ভদ্রলোকটি তাকে খুব ভালো করেই চেনেন। কথা বলছেন এমনভাবে যেন কতোদিনের চেনা। অথচ কথার ভিতর কোন মিল নেই। লী বললো, 'পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এতে আপনার খারাপ লাগে না?'

'না।'

'কেন?'

'ধ্বংস তো একদিন হতোই।'

'কিন্তু আপনি যে মরে যাবেন।'

'আর পৃথিবী ধ্বংস না হলেই বুঝি আমি অমর হয়ে থাকবো?'

নী চুপ করে থাকলো। হু হু করে ছুটে চলছে গাড়ী। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছেন, কোন দিকে হুঁশ নেই। কি এমন বই এতো আগ্রহ করে পড়া হচ্ছে, দেখতে গিয়ে নী হতবাক। শিশুদের একটা ছড়ার বই। আবোল-তাবোল ছড়া। নী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো 'ছড়ার বই পড়তে আপনার ভালো লাগছে?'

খুব ভালো লাগছে। পড়লে তোমারো ভালো লাগবে, এই দেখোনা কি লিখেছে—

'কর ভাই হল্লা
নেই কোন বল্লা
চারিদিকে ফল্লা'

নী বিস্মিত হয়ে বললো, 'বল্লাই বা কি আর ফল্লাই বা কি? আবোল-তাবোল লিখলেই হলো?'

ভদ্রলোক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, 'না, কোন অর্থ অবশ্যি নেই, তবে শুধু মাত্র ধ্বনি থেকেই তো একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কি রকম?'

'ছড়াটা শুনেই কি তোমার মনে হয় নি যে, কোন অসুবিধে নেই হল্লা করে বেড়াও। তাই না?'

লী মাথা নাড়লো। সে ভাবছিলো, লোকটি কে হতে পারে? এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? তাকানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি সমস্তই যেন কতো চেনা, অথচ কিছুতেই মনে আসছে না।

নিঃশব্দে ট্রেন চলছে। সন্ধ্যা হয়ে আসায় হলুদ বিষন্ন আলো এসে পড়েছে ভেতরে। এ সময়টাতে সবকিছুই অপরিচিত মনে হয়। জানালা দিয়ে তাকালেই দ্রুত সরে সরে যাওয়া গাছগুলিকেও মনে হয় অচেনা। সঙ্গী ভদ্রলোক কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। লী কিছু করার না পেয়ে ধূসর রংয়ের টেলিভিশন সেটটি চালু করে দিল। সেই একঘেঁয়ে পুরানো অনুষ্ঠান। ঘন ঘন জরুরী নির্দেশাবলী, "গুজব ছড়াবেন না। বিজ্ঞানীরা আপনাদের সংগেই আছেন। মহাসংকট আসন্ন, সেখানে ধৈর্য্য হারানো মানেই পরাজয়।"

এই জাতীয় খবর শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় লীর। ভূতুড়ে টাইফা গ্রহ সব কিছু কেমন পাল্টে দিল। লীর কতই বা বয়স, কিছুই দেখা হয় নি। মঙ্গল গ্রহে নয়, বুধে নয় এমন কি চাঁদে পর্যন্ত যায় নি। এমনি করেই সব শেষ হয়ে যাবে? লীর চোখ ছল ছল করতে থাকে। একবার যদি দেখা করা যেতো মাথুর কিংবা ফিহার সাথে। নিদেনপক্ষে সিরানপল্লীর যে কোন একটি বিজ্ঞানীর সংগে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা কারো সংগেই দেখা করবেন না। তারা অসম্ভব ব্যস্ত। চেষ্টা তো লী কম করে নি।

'কি হয়েছে লী?'

লী চমকে বললো, 'কই কিছু হয়নি তো।'

'কাঁদছিলে কেন?'

'কাঁদছি নাতো।'

'পৃথিবীর জন্যে কষ্ট হয়?'

'পৃথিবীর জন্যে না আমার নিজের জন্যেই কষ্ট হয়।'

'আচ্ছা আমি তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি, একটা হাসির গল্প বলছি।'

'বলুন।'

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'জীববিদ্যার এক অধ্যাপক প্রতিদিন দুপুরে বড়সড় একটা মটন চপ খেয়ে ক্লাশ নিতে যান। এক-দিন তিনি ক্লাশে এসে বললেন, "আজ তোমাদের ব্যাঙের হৃদপিণ্ড পড়াবো। এই দেখো একটি ব্যাঙ।" ছেলেরা সমস্বরে বললো, "ব্যাঙ কোথায় স্যার, এটি তো একটি চপ!" অধ্যাপক বিব্রত হয়ে বললেন, "সে কী? আমি তাহলে কি দিয়ে লাঞ্চ সেরেছি?"

লী ম্লান হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন,

'তুমি হাসলে না যে? ভালো লাগে নি?'

'লেগেছে। কিন্তু টেলিভিশন দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় একবার মাথুর কিংবা ফিহার সংগে দেখা করি।'

'তাদের সংগে দেখা করে তুমি কি করবে?'

'আমার কাছে একটা অদ্ভুত জিনিষ আছে। একটি খুব প্রাচীন বই। পাঁচ হাজার বছর আগের লেখা, মাইক্রোফিল্ম[১১] করা। বই ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ পেয়েছি।'

'কি আছে সেখানে?'

'না পড়লে বুঝতে পারবেন না। সেখানে ফিহার নাম আছে, সিরান পল্লীর কথা আছে, এমনকি পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে কথাও আছে।'

বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে, থামো থামো। পাঁচ হাজার বছর আগের বই অথচ ফিহার নাম আছে?'

লী উত্তেজিত হয়ে বললো, 'সমস্ত না শুনলে আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না।'

'আমি এর গুরুত্ব বুঝতে চাই না। আমি উদ্ভট কোন কিছুতেই বিশ্বাস করি না।'

লী রেগে গিয়ে বললো, 'আপনি উদ্ভট কোন কিছুতে বিশ্বাস করেন না কারণ আপনি নিজেই একটা উদ্ভট জিনিষ।'

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ফেললেন। লী বললো, 'আমি যদি মাথুর কিংবা ফিহা কিংবা সিরান পল্লীর কারো সংগে দেখা করতে পারতাম তবে দেখতেন কেমন হৈ চৈ পড়ে যেতো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কোথায় নামবে?'

'ষ্টেশন ৫০০৭-এ।'

'তৈরী হও। সামনেই ৫০০৭। বেশ আনন্দে কাটলো তোমাকে পেয়ে। তবে তুমি ভীষণ কল্পনা বিলাসী, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'কল্পনা বিলাসীরা তো অল্পতেই রাগে, জানেন না?'

ঝাকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন। ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক একটা ওভারকোটের পকেট থেকে নীল রংয়ের ত্রিভুজাকৃতির একটা কার্ড বের করে লীকে বললেন,

'তুমি ভীষণ রেগে গেছ, মেয়ে; নাও তোমাকে খুশী করে দিচ্ছি। এইটি নিয়ে সিরান পল্লীর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে, যার সংগে ইচ্ছা কথা বলতে পারবে। খুশী হল তো? রাগ নেই তো আর?'

লী দেখলো নীল কার্ড জ্বল জ্বল করছে তিনটি লাল তারা। নীচে ছোট্ট একটি নাম ফিহা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে? ইনিই মহামান্য ফিহা! এই জন্যেই এতো পরিচিত মনে হচ্ছিল?

লীর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে এলো।

ফিহা বললেন, 'নেমে যাও মেয়ে, নেমে যাও, গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে।'

* * * *

'কে?'

'আমি ক্রুরা, ভেতরে আসতে পারি?'

'এসো।'

ঘরে হালকা নীল রংয়ের বাতি জ্বলছিলো। মাথুর টেবিলে ঝুঁকে কি যেন পড়ছিলেন। ক্রুরার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

'এতো রাতে আপনার ঘরে আসার নিয়ম নেই, কিন্তু...'

ক্রুরা চেয়ার টেনে বসলো। তার স্বভাবসুলভ উদ্ধত চোখ জ্বলতে লাগল। মাথুর বললেন,

'এখন কোন নিয়ম-টিয়ম নেই ক্রুরা। তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?'

'হ্যাঁ!'

'কিন্তু আমি এখন কিছু শুনতে চাই না। চার রাত ধরে আমার ঘুম নেই। আমি ঘুমুতে চাই। এই দেখো আমি একটা প্রেমের গল্প পড়ছি। মন হালকা হয়ে সুনিদ্রা হতে পারে এই আশায়।'

ক্রুরা কাঁধ ঝাকিয়ে হাসলো। 'আমিও ঘুমাতে পারি না, তার জন্যে আমি রাত জেগে জেগে প্রেমের গল্প পড়ি না। অবসর সময়টাও আমি ভাবতে চেষ্টা করি।'

'সিডিসির রিপোর্ট তো দেখেছ ?'

'হ্যাঁ দেখেছি। ধ্বংস রোধ করার কোন পথ নেই।'

'যখন নেই তখন রাতে একটু শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করা কি উচিত নয় ? চিন্তা এবং পরিকল্পনার জন্যে তো সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে—'

'থাকুক পড়ে। আমি একটা সমাধান বের করেছি।'

মাথুর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'তুমি বলতে চাও পৃথিবী রক্ষা পাবে ?'

'না।'

'তবে ?'

ক্রুরা কথা না বলে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাথুরের দিকে। ঠাণ্ডা গলায় বললো,

'আপনার এমন উত্তেজনা মানায় না। আপনি অবসর গ্রহণ করুন।'

'তুমি কি বলতে চাও, বল।'

'আমি একটি সমাধান বের করেছি। পৃথিবী রক্ষা পাবার পথ নেই কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকবে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পর আবার সভ্যতার জন্ম হবে। ফিহার মতো, মাথুরের মতো স্রুরার মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি !'

'ক্রুরা তুমি নিজেও উত্তেজিত।'

'দুঃখিত। আপনি কি পরিকল্পনাটি শুনবেন ?'

'এখন নয়, দিনে বলো।'

'আপনাকে এখনি শুনতে হবে। সময় নেই হাতে।'

ক্রুরা ঘরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিলেন। মাথুর তাকিয়ে

রইলেন স্রুরার দিকে। দুর্লভ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই যুবকটিকে হিংসা হতে লাগল তার। স্রুরা খুব শান্ত গলায় বলে যেতে লাগলো—শুনতে শুনতে মাথুর এক সময়ে নিজের রক্তে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন।

বছর ত্রিশেক আগে 'মীটস' নামে একটা মহাশূন্যযান তৈরী করা হয়েছিল। আদর করে তাকে ডাকা হতো দ্বিতীয় চন্দ্র বলে। আকারে চন্দ্রের মতো এতো বিরাট না হলেও সেটিকে ছোটখাট চন্দ্র অনায়াসে বলা যেতো। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে সংগৃহিত শক্তিতে এটিকে কল্পনাতীত বেগে চলবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরী ছিল এরই মধ্যে। একটি ছিল মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে। বিজ্ঞানী মীটসের তত্ত্বাবধানে এই অসাধারণ যন্ত্রযান তৈরী হয়েছিলো—নামকরণও হয়েছিল তার নাম অনুযায়ী। এটি তৈরী হয়েছিল তারই একটি তত্ত্বের পরীক্ষার জন্যে।

মীটস দেখলেন নক্ষত্রপুঞ্জ NGC 1303[১২] আলোকের চেয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে। আলোর কাছাকাছি গতিসম্পন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক আগে, এই প্রথম তিনি বিজ্ঞানের সূত্রে সম্ভব নয় এমন একটি ব্যাপার পরখ করলেন। তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন এবং খুব অল্প সময়ে এর ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন আলোর গতি ধ্রুব নয়। এটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে ভিন্ন—স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতির নিয়মাবলীও ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে ভিন্ন। মীটস এটা ব্যাখ্যা করেই চুপ করে গেলেন। তৈরী করলেন মহাশূন্যযান, মীটস, যা পাড়ি দেবে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়িয়েও বহুদূরে NBP 203 নক্ষত্রপুঞ্জে[১৩]। সেখানে

পৌছুতে তার যুগের পর যুগ লেগে যাবে, কিন্তু পৌছুবে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে মীটসের ধারণা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য মহাশূন্যযানটি প্রস্তুত হবার পরপর তিনি মারা যান। তাঁর পরিকল্পনাও স্থগিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রতি-বস্তুর ধর্মকে বিশেষ সূত্রে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

ক্রুরার পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর একদল শিশু মীটসে করে দূরে সরিয়ে দেওয়া। শিশুরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মহাশূন্যযানের ভিতর শিক্ষা লাভ করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হবে মহাশূন্যযানের এক লাইব্রেরি কক্ষে। এই সব শিশু বড় হবে। তাদের ছেলেমেয়ে হবে—তারাও শিখতে থাকবে, তারাও বড় হবে......'

'থামো থামো বুঝতে পারছি।' মাথুর হাত উচিয়ে ক্রুরাকে থামালেন। বললেন, 'কতদিন তারা এ রকম ঘুরে বেড়াবে?'

'যতদিন বসবাসযোগ্য কোন গ্রহ না পায়। যতদিন মহাশূন্যে থাকবে ততদিনতো খাদ্যের কোন অসুবিধে নেই।'

'তা নেই—। তা নেই। কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কিসের? মহাশূন্যযান তৈরী আছে, কাজ যা করতে হবে তা হলো ল্যাবরেটরী দুটি সরিয়ে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানো, তারজন্য তিনমাস সময় যথেষ্ট। এ দায়িত্ব আমার।

মাথুর চুপ করে রইলেন। ক্রুরা অসহিষ্ণু হয়ে মাথা ঝাকালেন, 'আপনার চুপ করে থাকা অর্থহীন। মানুষের জ্ঞান এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না।'

'তা ঠিক। কিন্তু সিরানদের মতামত...'

'কোন মতামতের প্রয়োজন নেই। এ আমাকে করতেই হবে, আমি কম্পিউটর সিডিসিকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি মহাশূন্যযানটির যাত্রাপথ বের করতে। সিডিসিকে মহাশূন্যযানে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। মহাশূন্যযান নিয়ন্ত্রণ করবে সে।'

'তুমি নির্দেশ দিয়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ, আমি সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে এ করেছি। আমি আপনাকেও মানি না—আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। গত এক-মাস আপনি প্রত্যেক মিটিংএ আবোল-তাবোল বলেছেন। আপনি বিশ্রাম নিন।'

ক্রুরা উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মাথুর হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এলেন ঘরের বাইরে। অন্ধকারে কে যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে পাথরের মূর্তি মনে হয়। মাথুর ডাকলেন,

'কে ওখানে?'

'আমি ওলেয়া।'

'ওখানে কি করছেন?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছি। আমার একটি ছেলে চাঁদে একসিডেন্ট করে মারা গিয়েছিল। আপনার হয়তো মনে আছে।'

'আছে। কিন্তু এত দূরে এসে চাঁদ দেখছেন? আপনার ঘর থেকেই তো দেখা যায়।'

'তা যায়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে দেখি ক্রুরা গল্প করছেন আপনার সঙ্গে তাই বাইরে দাড়িয়েছিলাম।'

'বলুন কি বলবেন।'

'আমাকে ছুটি দিন আপনি। বিজ্ঞানীরা তো কিছুই করতে

পারছেন না। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে কি হবে? মরবার আগে আমি আমার ছেলেমেয়েগুলোর সংগে থাকতে চাই।'

'তা হয় না ওলেয়া।'

'কেন হয় না?'

'আপনি চলে গেলে অন্য সবাই চলে যেতে চাইবে। সিরান পল্লীতে কেউ থাকবে না?'

'নাইবা থাকলো। থেকে কি লাভ?'

'শেষ মূহূর্তে আমরা একটা বুদ্ধি তো পেয়েও যেতে পারি।'

'আপনি বড় আশাবাদী মাথুর।'

'হয়তো আমি আশাবাদী। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন পৃথিবী আরো একবার মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সৌর বিস্ফোরণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। অথচ দুশো বছর আগের বিজ্ঞানীরাই সে সমস্যার সমাধান করেছেন। আমরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী জানি—আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশী।'

ওলেয়া অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, 'আমি কোন ভরসা পাচ্ছিনা। এই মহাসংকট তুচ্ছ করে ফিহা বেড়াতে চলে গেলেন। আপনি নিজে এখন পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি! স্রুরার যতো প্রতিভাই থাকুক সে তো শিশুমাত্র। এ অবস্থায়……।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, স্রুরা উত্তেজিত ভাবে হেঁটে আসছে। হাত দুলিয়ে হাটার ভংগীটাই বলে দিচ্ছে একটা কিছু হয়েছে।

'মহামান্য মাথুর!'

'বল।'

'এই মাত্র একটি মেয়ে এসে পৌঁছেছে। তার হাতে মহামান্য ফিহার নিজস্ব পরিচয়-পত্র রয়েছে।'

'সেকি ?'

'মেয়েটি বললো, সে একটি বিশেষ কাজে এসেছে, কি কাজ তা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবে না।'

'কিন্তু ফিহার পরিচয়-পত্র সে পেলো কোথায় ?'

'ফিহা নিজেই নাকি তাকে দিয়েছেন।'

'আশ্চর্য !'

'লী নিজেও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সিরান এলাকায় এমন অবাধে ঘুরে বেড়াবে তা কখনো কল্পনা করে নি। ফিহার ত্রিভূজাকৃতি কার্ডটি যন্ত্রের মতো কাজ করছে। অনেকেই যে বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে তাও সে লক্ষ্য করল। বুড়োমত এক ভদ্রলোক খুব বিনীত ভাবে লীর নামও জানতে চাইলেন।

মাথুর বললেন, 'শুনেছি আপনি ফিহার কাছ থেকে আসছেন ?'

'জী।'

'আপনি কি তার কাছ থেকে কোন খবর এনেছেন ?'

'জী না।'

'তবে ?'

'আমি একটা বই নিয়ে এসেছি আপনি সে বইটি আশা করি পড়বেন।'

'কি নিয়ে এসেছেন ?'

'একটি বই।'

লী তার ব্যাগ থেকে বইটি বের করল।

'কি বই এটি ?'

'পড়লেই বুঝতে পারবেন। আশা করি আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।'

মাথুর হাত বাড়িয়ে বইটি নিলেন। বিস্ময়ে তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিলো। লী বললো, 'আমার বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি কি এক গ্লাস পানি পেতে পারি?'

* * * *

ফিহা গাড়ী থেকে নামলেন সন্ধ্যাবেলা। ষ্টেশনে আলো জ্বলছিলো না। চারিদিকে কেমন চুপচাপ থমথম করছে। যাত্রী বেশী নেই, যে কয়জন আছে তারা নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। বছর পাঁচেক আগেও একবার এসেছিলেন ফিহা। তখন কেমন গম গম করতো চারিদিক। ট্যুরিষ্টের দল হৈ হৈ করে নামতো। অকারণ ছোটাছুটি, ব্যস্ততা চেঁচামেচি, চমৎকার লাগতো। এখন সব বদলে গেছে। ফিহার কিছুটা নিঃসঙ্গ মনে হলো।

'আমার আসতে কিছুটা দেরী হয়ে গেলো।' ফিহা তাকিয়ে দেখলেন নিকি পৌছেছে। নিকিকে তার করা হয়েছিল ষ্টেশনে থাকার জন্যে। ফিহা বললেন,

'এমন অন্ধকার যে?'

'কদিন ধরেই তো অন্ধকার।'

'কেন?'

'পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। সমস্তই বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন। জানেন না?'

'না।'

'একটা উপগ্রহ ছাড়া হচ্ছে। এখানকার পৃথিবীর কিছু শিশুকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে যাতে করে শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব

বেঁচে থাকে। ফ্রুরার পরিকল্পনা।'

'অ।'

দুজনে নীরবে হাটতে লাগলেন। ফিহা বললেন,

'সমস্ত বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ। সবাই হতাশ হয়ে গেছে। উৎপাদন বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। খুব বাজে ব্যাপার।'

'হুঁ।'

'আপনি হঠাৎ করে এ সময়ে?'

'আমি কিছু ভাবতে এসেছি। নিরিবিলি জায়গা দরকার।'

'টাইফা গ্রহ নিয়ে?'

'হুঁ।'

'আপনার কি মনে হয়? কিছু করা যাবে?'

'জানি না, হয়তো যাবে না, হয়তো যাবে। ঘর ঠিক করেছ আমার জন্যে?'

'জী।'

'আমার একটা কম্পিউটর প্রয়োজন।'

'কম্পিউটর চালাবার মতো ইলেকট্রিসিটি কোথায় পাবেন?'

'ছোটখাট হলেও চলবে। কিছু হিসাব টিসাব করব। আছে সে রকম?'

'তা আছে।'

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দু কামরার ঘর একটা। ফিহার পছন্দ হলো খুব। নিকি বড়ো দেখে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ফিহা বসে বসে খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। এ কয় দিন তার বাইরের পৃথিবীর সংগে কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ

ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীতে। সবচে আগে তার চোখে পড়লো শীতল কক্ষের খবরটি। শীতল কক্ষ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীতল কক্ষের সমস্ত ঘুমন্ত মানুষদের জাগানো হয়েছে, তারা ফিরে গেছে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। কি আশ্চর্য!

পৃথিবীতে শীতল কক্ষ স্থাপনের যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন নেতেনটি। ভারি চমৎকার একটি ব্যবস্থা। নব্বুই বছর বয়স হওয়া মাত্র যেতে হবে শীতল কক্ষে। সেখানে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে আরো একশ বছর। এর ভেতর তাঁরা মাত্র পাঁচবার কিছুদিনের জন্যে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। তারপর আবার ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতেই নিঃশব্দ মৃত্যু। নেতেনটির এই সিদ্ধান্তের খুব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রথম দিকে। পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন; তার কারণও ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন এতো উন্নত যে একটি মানুষ অনায়াসে দেড়শত বছর বাঁচতে পারে। অথচ নব্বুই বছরের পর তার পৃথিবীকে দেবার মতো কিছুই থাকে না। বেঁচে থাকা সেই কারণেই অর্থহীন। কাজেই শীতল কক্ষের শীতলতায় নিশ্চিন্ত ঘুম। মানুষটি বেঁচে থাকলে তার পিছনে যে খরচটি হতো তার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র খরচ এখানে। হার্টের বিট সেখানে ঘণ্টায় দুটিতে নেমে আসে, দেহের তাপ নামে শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি। সেখানে শরীরের প্রোটোপ্লাজমকে[১৪] বাঁচিয়ে রাখতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন।

শীতল কক্ষের সব মানুষ জেগে উঠে তাদের প্রিয়জনদের কাছে ফিরে গেছে এখবর ফিহাকে খুব আলোড়িত করল। দুতিনবার পড়লেন খবরটি। নিজের মনেই বললেন 'সত্যিই কি মহাবিপদ?

সমস্ত নিয়ম কানুন ভেঙ্গে পড়ছে এভাবে। না-তা কেন হবে—'

'যারা কোনদিন পৃথিবীকে চোখেও দেখল না তাদের কথা কি কখনও ভেবেছেন, ফিহা ?'

নিকি চা নিয়ে কখন যে ফিহার সামনে এসে বসেছে এবং চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, ফিহা তা লক্ষ্যই করেন নি।

'কাদের কথা বলছ নিকি ?'

'মানুষদের কথা। যাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মহাকাশযানে কিংবা অন্য উপগ্রহে। জানেন ফিহা, পৃথিবীতে ফিরে এসে একবার শুধু পৃথিবীকে দেখবে এই আশায় তারা পাগলের মতো—'

'নিকি, তুমি জানো আমি কবি নই। এসব বাজে সেন্টিমেন্ট আমার ভাল লাগে না।'

'আমি দুঃখিত। চায়ে চিনি হয়েছে ?'

'হয়েছে।'

'আপনার আর কিছু লাগবে, কোন সহকারী ?'

'না তার প্রয়োজন নেই। তুমি একটা কাজ করবে নিকি ?'

'বলুন কি কাজ।'

'আমার বাবা-মা শীতল কক্ষ থেকে বেরিয়ে হয়তো আমাকে খুঁজছেন।'

'তাদের এখানে নিয়ে আসব ?'

'না, না,। তারা যেন আমার খোঁজ না পায়। আমি একটা জটিল হিসাব করব। খুব জটিল।'

'ঠিক আছে।'

রাতে বাতি নিভিয়ে ফিহা সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন।

মাথার কাছে মোমবাতি রেখে দিলেন। রাত বিরেতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে আলো জ্বালিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, এই জন্যে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে এমন সময় একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো। ফিহার মনে হলো ঘরের ভেতর কে যেন হেটে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে আবছামতো একটা মূর্তি দেখতে পেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন,—

'কে ?'

'আমি।'

'আমিটি কে ?'

'বলছি। দয়া করে বাতি জ্বালাবেন না।'

'ফিহা নিঃশব্দে বাতি জ্বালালেন। আশ্চর্য ! ঘরে কেউ নেই। তিনি বাতি হাতে বাইরের বারান্দায় দাড়ালেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

'কাল সকালে ডাক্তারের কাছে যাব। আমি অসুস্থ, আবোল-তাবোল দেখছি। জটিল একটা অংক করতে হবে আমাকে, এ-সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন।' ফিহা মনে মনে বল্লেন।

বাকি রাতটা তার বারান্দায় পায়চারি করে কাটলো।

মাথুর ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। 'সমস্ত বইটা পড়তে আমার এক ঘণ্টার বেশী লাগবে না।' মনে মনে এই ভাবলেন। আসন্ন বিপদের হয়তো তাতে কোন সুরাহা হবে না তবু তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। সে তুলনায় এ তো অনেক বড় অবলম্বন। স্বয়ং ফিহা বলে পাঠিয়েছেন যেখানে।

রাত জেগে জেগে মাথুরের মাথা ধরেছিল। চোখ কড় কড়

করছিল। তবু তিনি পড়তে শুরু করলেন। বাইরে অনেক রাত। বারান্দায় ক্ষ্যাপার মতো হাটছেন ক্রুরা। খট খট শব্দ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। সমস্ত অগ্রাহ্য করে মাথুর পড়ে চললেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!' 'তা, কি করে হয়?' 'না-না অসম্ভব!'

'আমি নিশ্চিত বলতে পারি যিনি এই বই পড়ছেন রূপকথার গল্প ভেবেই পড়ছেন। অথচ এখানে যা যা লিখেছি একদিন আমি নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে আমারো সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, হয়তো আমার মাথার দোষ হয়েছিলো, বিকারের ঘোরে কত কি দেখেছি। কিন্তু আমি জানি মস্তিষ্ক বিকৃতি-কালীন স্মৃতি পরবর্তী সময়ে এতো স্পষ্ট মনে পড়ে না। তখনি সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্য বলে মনে হয়। বড় রকমের হতাশা জাগে। ইচ্ছে করে মরে যাই। ঘুমুতে পারি না, খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের সংগে সহজভাবে কথা বলতে পারি না। এই জাতীয় অস্থিরতা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি লিখতে শুরু করলাম। এই আশায়, যে, কেউ একদিন আমার লেখা পড়ে সমস্তই ব্যাখ্যা করতে পারবে। অনেক সময়ই তো দেখা গেছে আজ যা রহস্য, কাল তা সহজ স্বাভাবিক সত্য। আজ যা বুদ্ধির অগম্য কাল তাই সহজ সামান্য ঘটনা।'

'আমার সে রাতে ঘুম আসছিলো না। বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছি। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আনা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে তার মার কাছে বেড়াতে গেছে। বিশেষ কাজ ছিল বলে আমি যেতে পারি নি। ফাঁকা বাড়ী বলেই হয়তো আমার বিষন্ন লাগছিল। সকাল সকাল শুয়েও পড়েছিলাম। ঘুম আসলো না—

মাথা দপ দপ করতে লাগল। এক সময় 'দুর ছাই' বলে বাগানে চেয়ার টেনে বসলাম। এপ্রিল মাসের রাত। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। খুব সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে, এতো পরিষ্কার আলো যে মনে হতে লাগালো অনায়াসে এই আলোতে বই পড়া যাবে। মাঝে মাঝে মানুষের ভিতরে যে রকম ছেলেমানুষী জেগে উঠে, আমারো তেমনি জেগে উঠলো। খুব ইচ্ছা হতে লাগলো একটা বই এনে দেখেই ফেলি না পড়া যায় কিনা। চারিদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। নির্জনতায় কেমন ভয় ভয় লাগে আবার ভালও লাগে। চুপচাপ বসে আবোল তাবোল কত কি ভাবছি, এমন সময় একটা হালকা গন্ধ নাকে এলো। মিষ্টি গন্ধ, কিছু ভালো লাগে না, অস্বস্তি বোধ হয়। কিসের গন্ধ এটি ? বের করতে চেষ্টা করতে লাগলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, গন্ধের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। হাত-পা অসাড় হয়ে উঠতে লাগলো। যতই ভাবছি এইবার উঠে দৌড়ে পালাব ততই সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হলো আমার। সেই সময় ঘুম পেতে লাগলো। কিছুতেই ঘুমাবো না, নিশ্চয়ই কোন বিষাক্ত গ্যাসের খপ্পরে পড়েছি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঘুম। চোখ মেলতে পারছিলাম না তবে মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসছিলো তখনও।

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙলো মাথায় এক তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। চোখ মেলে আমি দিন কি রাত বুঝতে পারলামনা। কোথায় আছি, আশে পাশে কাদের ফিস ফিস শব্দ শুনছি কে জানে। চোখের সামনে চোখ

ধাঁধানো হলুদ আলো। বমি করার আগের মুহূর্তে যে ধরণের অস্বস্তি বোধ হয় সে ধরণের অস্বস্তি বোধ নিয়ে আমি জেগে রইলাম।

'বুঝতে পারছি সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি একটা অদ্ভুত অবস্থায় আছি। অচেতন নই আবার ঠিক যে চেতনা আছে তাও নয়। কিছু ভাবতে পারছি না আবার শারীরিক যাতনাগুলিও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। আমার মনে হল দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। চোখের সামনে তীব্র হলুদ আলো নিয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে জেগে আছি। মাঝে মাঝে একটা বিজ বিজ শব্দ কানে আসে,—লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এক সংগে উড়ে গেলে যে রকম শব্দ হতো, অনেকটা সেই রকম।

'আমি কি মারা গেছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? এই জাতীয় চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। হয়তো আরো কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু তার আগেই কে যেন খুব মিষ্টি করে বললো,

''একটু ধৈর্য্য ধরুন, খুব অল্প সময়।'

'স্পষ্ট গলার স্বর, নিখুঁত উচ্চারণ। আমার শুনতে একটুও অসুবিধে হলো না। সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে চেঁচিয়ে উঠলাম,

''আপনি কে? আমার কি হয়েছে?'

'গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। কিন্তু তবু শুনলাম কেউ যেন আমাকে সান্তনা দিচ্ছে, সেই আগের মিষ্টি নরম গলা,

''একটু কষ্ট করুন। অল্প সময়, খুব অল্প সময়। বলুন আমার সংগে, এক—'

''এক।'

''বলুন, দুই।'

'আমি বললাম। সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকলো। হাজার ছাড়িয়ে লক্ষ ছাড়িয়ে বাড়তেই থাকলো, বাড়তেই থাকলো। আমি নেশাগ্রস্তের মতো আওড়াতে থাকলাম। আমার চোখের উপর উজ্জল হলুদ আলো, বুকের ভিতর হা হা করা তৃষ্ণা। অর্ধ চেতন অবস্থায় একটি অচেনা অদেখা ভৌতিক কণ্ঠের সংগে তাল মিলিয়ে একটির পর একটি সংখ্যা বলে চলছি। যেন কত যুগ কত কাল কেটে গেল। আমি বলেই চলেছি—বলেই চলেছি... ।'

'এক সময় মাথার ভিতরে সব জট পাকিয়ে গেলো। নিঃশ্বাস ফেলার মতো অতি সামান্যতম বাতাসও যেন আর নেই। বুক ফেটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি প্রাণপনে বলতে চেষ্টা করলাম,

"আর নয় আমাকে মুক্তি দিন। আমি মরে যেতে চাই—মরে যেতে চাই ...'

'আবার সেই গলা, "এইবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'কথার সংগে সংগে ঘুম নেমে এলো। আহা কি শান্তি! কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি দ্রুত। হলুদ আলো ফিকে হয়ে আসছে। শারীরিক যন্ত্রণাগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে—শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ঘুমিয়ে পড়ছে। আহা! কি শান্তি!'

'জানিনা কখন ঘুম ভাঙলো। খুব স্বাভাবিক ভাবে চোখ মেললাম। একটা ধাতব চেয়ারে আমি বসে আছি। চেয়ারটি গোলাকার একটি ঘরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। ঠিক আমার মাথার কাছে ছোট্ট একটি নল দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ঘরের বাতাস যেন একটু ভারী। বাতাসের সংগে লেবু ফুলের গন্ধ মিশে আছে। আমি ভালো করে চারিদিক দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। গোল ঘরটিতে কোন দরজা জানালা নেই। চারিদিক

নিশ্ছিদ্র। ঘরে কোন বাতি নেই। তবু সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য কোন জায়গা থেকে নীলাভ আলো আসছে হয়তো।

'আমার তখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কোথায় আছি, আমার কি হয়েছে এ সমস্ত ছাড়িয়ে শুধুমাত্র একটি চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটি হলো ক্ষুধা। আমার ধারণা ছিল হয়তো আগের মতো কথা বলতে পারবোনা, তবু বললাম,

"আমি কোথায় আছি?'

'সে শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। গোলাকার ঘরের জন্যেই হয়তো সে শব্দ চমৎকার প্রতিধ্বনিত হলো। এবং আশ্চর্য সে শব্দ বাড়তেই থাকলো,—

"আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি······'

'এক সময় যেন মনে হলো লক্ষ লক্ষ মানুষ এক সংগে চীৎকার করছে। আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। দশ থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুনলাম, আমি কি অচেতন অবস্থায় এসব শুনছি না সত্যি কিছু জ্ঞান এখনো অবশিষ্ট আছে তা জানবার জন্যে।'

'এখন লিখতে খুব অবাক লাগছে সেই অবস্থাতেও কি করে আমি এতটা স্বাভাবিক ছিলাম। অবশ্যি সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল সম্ভবতঃ আমার মাথায় চোট লেগে মস্তিষ্কের কোন এক অংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। অবাস্তব দৃশ্যাবলী দেখছি। এক সময় প্রচণ্ড ক্ষিদে সত্ত্বেও আমার ঘুম পেলো। ঘুমিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তেও শুনতে পেলাম সমুদ্র গর্জনের মতো কোলাহল,

"আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি?......'

'কতক্ষণ এ ভাবে কাটিয়েছিলাম মনে নেই। এক সময় সমস্ত জড়তা কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেলো। ক্ষিধে নেই, তৃষ্ণা নেই, আলস্য নেই। যেন ছুটির দুপুর বেলাটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছি। চোখ মেলতে ভয় লাগছিলো কে জানে আবার হয়তো সেই সব আজগুবী ব্যাপার দেখতে থাকবো। কান পেতে আছি যদি কিছু শুনা যায়। না, কোন সাড়াশব্দ নেই। চারিদিক সুনসান।

''তোমার চা'

চমকে তাকিয়ে দেখি আনা, আমার স্ত্রী, দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাসি মুখে দাড়িয়ে আছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে। আমি শুয়ে আছি আমার অতি পরিচিত বিছানায়। টেবিলের উপর আগের মত অগোছালো বই পত্র পড়ে আছে। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! আমি প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম,

''আনা আমার কি হয়েছে ?'

'আনা চায়ের পেয়ালা হাতে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই মনে হল এই মেয়েটি অন্য কেউ, এ আনা নয়। যদিও সেই চোখ, সেই ঢেউ খেলানো বাদামী চুল, গালের মাঝামাঝি লাল রঙের কাটা দাগ। আমি ভয়ে কাতর গলায় বললাম,

''তুমি কে ? তুমি কে ?'

''আমি আনা।'

''না তুমি আনা নও।'

''আমি কি দেখতে আনার মত নই ?'

"দেখতে আনার মত হলেও তুমি আনা নও।'

"বেশ নাইবা হলাম, চা নাও।'

"আমি আবার বললাম,

"দয়া করে বল তুমি কে?'

"বলছি। সমস্তই ধীরে ধীরে জানবে।'

"আমি কোথায় আছি?'

"তুমি তোমার পৃথিবী থেকে বহু দূরে। ভয় পেয়োনা, আবার ফিরে যাবে। তোমাকে আনা হয়েছে একটি বিশেষ প্রয়োজনে।'

"কারা আমাকে এখানে এনেছে?'

"এইখানে যাদের বাস তারা এনেছে। যারা আমাকে তৈরী করেছে তারা। চতুর্মাত্রিক জীবেরা[১৫]।'

"তোমাকে তৈরী করা হয়েছে?'

"হ্যাঁ, আমাকে তৈরী করা হয়েছে তোমার সুখ ও সুবিধার জন্যে। তা ছাড়া আমি তোমাকে অনেক কিছু শিখাব। আমার মাধ্যমেই তুমি এদের সঙ্গে কথা বলবে।'

"কাদের সঙ্গে কথা বলবো?'

"যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে।'

"যারা আমাকে নিয়ে এসেছে তারা কেমন? তারা কি মানুষের মতো?'

"তাদের তুমি দেখতে পাবে না। এরা চতুর্মাত্রিক জীব। পৃথিবীর মানুষ ত্রিমাত্রিক[১৬] জিনিষই শুধু দেখতে পায় ও অনুভব করতে পারে। সেগুলি তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চতুর্মাত্রিক জগৎ তোমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না।'

"শুনতে শুনতে আমার গা ছম ছম করতে লাগলো। এসব

কি বলছে সে? ভয় পেয়ে আমি মেয়েটির হাত ধরলাম। এই অদ্ভুত তৈরী পরিবেশে তাকেই আমার একান্ত আপনজন মনে হল। মেয়েটি বললো,

"আমাকে তুমি আনা বলেই ভাববে। আনার সঙ্গে যে ভাবে আলাপ করতে সেই ভাবেই আলাপ করবে। আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার যা জানতে ইচ্ছে হবে আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। আমিতো তোমাকে বলেছি আবার তুমি ফিরে যাবে তোমার সত্যিকারের আনার কাছে।'

'আমি বললাম,

"এই যে আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি, নিজের বই-পত্র টেবিলে পড়ে আছে এসবও কি আমার মত পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে?'

"এইগুলি আনতে হয়নি। তৈরী করা হয়েছে। ইলেকট্রন, প্রোটন এই সব জিনিষ দিয়ে তৈরী হয় এটম। বিভিন্ন এটমের বিভিন্ন অনুপাতে তৈরী হয় এক একটি বস্তু। ঠিকতো?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

"কোন বস্তুর প্রতিটি ইলেকট্রন প্রোটন কি অবস্থায় আছে এবং এটমগুলি কি ভাবে আছে সেগুলি যদি জানা থাকে এবং ঠিক সেই অনুপাতে যদি ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং এটম রাখা যায় তবেই সেই বস্তুটি তৈরী হবে। ঠিকতো?'

"হয়ত ঠিক।'

"কিছু শক্তি খরচ করলেই হলো। এই ভাবেই তোমার ঘর তৈরী হয়েছে। আমিও তৈরী হয়েছি। এখানকার জীবরা মহাশক্তি—ধর। এই হচ্ছে তোমার প্রথম পাঠ। হ্যাঁ, এবার চা খাও। দাও, চায়ে চুমুক দাও।'

'আমি চায়ে চুমুক দিলাম। আড় চোখে তাকিয়ে দেখি আনা অল্প অল্প হাসছে। আমার সেই মুহূর্তে এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যি আনা বলেই ভাবতে ইচ্ছে হল।

'আমার নিজের অনুভূতি কখনো খুব একটা চড়া সুরে বাঁধা ছিল না। সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে এসেছি। হঠাৎ করেই যেন সব বদলে গেল। নিজেকে যদিও ঘটনা প্রবাহের উপর সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলাম তবু একটা ক্ষীণ আশা সব সময় লালন করেছি হয়তো এক সময় দেখব আশে পাশে যা ঘটছে সমস্তই মায়া, হয়ত একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠব। মেয়েটি বললো,

"কি ভাবছ?'

"কিছু ভাবছি না। আচ্ছা, একটা কথা…'

"বল?'

"কি করে এসেছি আমি এখানে।'

"সেই জটিল প্রক্রিয়া বুঝবার উপায় নেই।'

"এটা কেমন জায়গা?'

"কেমন জায়গা তা তোমাকে কি করে বুঝাব? তুমি ত্রিমাত্রিক জগতের লোক, আর এটি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগৎ।'

"কিছুই দেখা যাবে না?'

"চেষ্টা করে দেখ। যাও, বাইরে পা দাও। দরজাটা আগে খোল। কি দেখছ?'

'আমার সমস্ত শরীর শির শির করে উঠলো। চারদিকে ঘন ঘোলাটে হলুদ আলো। পেটের ভেতর চিন চিনে ব্যথা। মাথা ঘুরতে লাগলো আমার।

"থাক আর দেখবার কাজ নেই, এসে পড়।'

'আমার মনে হলো মেয়েটি যেন হাসছে আপন মনে। আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি বললো,

"তুমি অল্প কিছুদিন থাকবে এখানে। তারপর তোমাকে পাঠানো হবে একটি ত্রিমাত্রিক জগতে, সেখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমি বললাম,

"তুমি থাকবে তো সঙ্গে ?'

"নিশ্চয়ই। আমি তোমার একজন শিক্ষক।'

"আচ্ছা, একটা কথা।'

"বল।'

"এখানকার জীবদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কি করে হয় ?'

"আমি জানিনা।'

"তাদের সম্বন্ধে কিছুই জাননা ?'

"না।'

"তাদের সঙ্গে তোমার কথা হয় না ?'

"না।'

"আমার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হবে তা তাদের কি করে জানাবে ?'

"তাদের জানাতে হবে না। আমি কি নিজের থেকে কিছু বলি তোমাকে ? যা বলি সমস্তই ওদের কথা। চুপ করে আছ কেন ?'

"তোমাকে তো আগেই বলেছি তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।'

"তোমাকে ধন্যবাদ।'

'দিন রাত্রির কোন তফাত ছিলনা বলেই আমি ঠিক বলতে পারবো না কদিন সেই ছোট্ট ঘরটিতে ছিলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা আগের মতই হয়। নিজের বাসায় যে ধরনের খাবার খাওয়া হত, সেই ধরনের খাবারই দেয়া হয় এখানে। আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হলো সেই মেয়েটি যে দেখতে অবিকল আনার মত, অথচ আনা নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা মেয়েটির সঙ্গে আমার ভারী ঘনিষ্টতা হলো। মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড ভ্রম হত এ হয়তো সত্যি আনা। সে এমন অনেক কিছুই বলতে পারতো যা আনা ছাড়া অন্য কারো বলা সম্ভব নয়। একদিন জিজ্ঞেস করলাম,

"তুমি এসব কি করে জানলে?'

'মেয়েটি হেসে বলেছে,

"যে সমস্ত স্মৃতি আনার মেমরী সেলে আছে, সে সমস্ত স্মৃতি আমার ভেতরও তৈরী করা হয়েছে। আনার অনেক কিছুই মনে নেই কিন্তু আমার আছে।'

'আমি এসব কিছুই মিলাতে পারছিলাম না। এ কেমন করে হয়? একদিন নখ দিয়ে আঁচড়ে দিলাম মেয়েটির গাল। সত্যি সত্যি রক্ত বেরোয় কিনা দেখতে। সত্যিই রক্ত বেরিয়ে এলো। সে অবাক হয়ে বললো,

"এসব কি ছেলেমানুষী কর?'

"দেখি তুমি সত্যি মানুষ না অন্য কিছু।'

'এর ভেতর আমি অনেক কিছু শিখলাম। অনেক কিছুই

বুঝতে পারি নি। আনার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু বিজ্ঞান এমনিতেই আমি কম বুঝি। চতুর্মাত্রিক জগৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

'চতুর্মাত্রিক জীবরা কি কোন খাদ্য গ্রহন করে?'

''না করে না।'

''এরা কেমন? অর্থাৎ ব্যাপারটি কি?'

''এরা হচ্ছে ছড়িয়ে থাকা শক্তির মত? যেমন মনে কর এক গ্লাস পানি। পানির প্রতিটি অনু একই রকম। কোন হের-ফের নেই। সমস্ত অনু মিলিত ভাবে তৈরী করেছে পানি। এরাও সে রকম। কারোর কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। সম্মিলিত ভাবেই তাদের পরিচয়। তাদের জ্ঞান সম্মিলিত জ্ঞান।'

''এদের জন্ম মৃত্যু আছে?'

''শক্তিতো সব সময় অবিনশ্বর নয়। এরও বিনাশ আছে। তবে আমি ঠিক জানিনা কি হয়।'

''জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা কি রকম হয়?'

''কি রকম হয় বলতে পারবো না, তবে তারা দ্রুত সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

'একদিন আনা বললো,

''আজ তোমাকে ত্রিমাত্রিক গ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'আমি বললাম,

''সেখানে আমি নিঃশ্বাস ফেলতো পারবতো?' আনা হো হো করে হেসে বললো,

''নিশ্চয়ই। সেটি তোমার নিজের গ্রহ বলতে পার। তোমার জন্মের প্রায় দু হাজার বৎসর পর পৃথিবীর মানুষের একটা ছোট্ট

দল এখানে এসেছিল। তারপর আরো তিন হাজার বৎসর পার হয়েছে। মানুষেরা চমৎকার বসতি স্থাপন করেছে সেখানে। ভারী সুন্দর জায়গা।'

"আমার জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পরের মানুষদের কাছে আমি কি করে যাব?'

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। এখানে ত্রিশ হাজার বৎসর আগেও যা ত্রিশ হাজার বৎসর পরেও তা।'

"তার মানে আমার বয়স কখনো বাড়বে না?'

"নিশ্চয়ই বাড়বে। শরীর বৃত্তির নিয়মে তুমি বুড়ো হবে।'

"কিন্তু ভবিষ্যতে যাওয়ার ব্যাপারটা কেমন?'

"তুমি কি একটি সহজ সত্য জান?'

"কি সত্য?'

"তুমি কি জান যে কোন যন্ত্রযানের গতি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশী হয় তবে সেই যন্ত্রযানে করে ভবিষ্যতে পাড়ি দেয়া যায়?'

"শুনেছি কিছুটা।'

"চতুর্মাত্রিক জগত একটা প্রচণ্ড গতির জগত। সে গতি আলোর গতির চারগুণ বেশী। সে গতি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান গতি। তুমি নিজে চতুর্মাত্রিক জগতে আছো। কাজেই অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরছো। যে গতি অনায়াসে সময়কে অতিক্রম করে।'

"কিন্তু আমি যতদুর জানি কোন বস্তুর গতি যখন আলোর গতির কাছাকাছি আসে তখন তার ভর অসীম হয়ে যায়।'

"তা হয়।'

"তাহলে তুমি বলতে চাও আমার ভর এখন অসীম?'

"না। কারণ তুমি বস্তু নও। তুমি এখন শক্তি।'

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

"তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তুমি তৈরী হয়ে থাক। তোমাকে নিয়ে ত্রিমাত্রিক জগতে যাব এবং তারপরই তোমার কাজ শেষ।'

'ভেতরে ভেতরে আমি তীব্র কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম। কি করে কি হচ্ছে? আমাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কি করা হবে তা জানার জন্যে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল এত উদ্যোগ আয়োজন নিশ্চয়ই কোন একটি অশুভ শক্তির জন্যে।

'দাঁতের ডাক্তারের কাছে দাঁত তুলতে গেলে যেমন বুক কাঁপানো আতঙ্ক নিয়ে বসে থাকতে হয়। ভিন্ন গ্রহে যাবার জন্যে আমি তেমনি আতঙ্ক নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

'যদিও অন্য একটি গ্রহে যাবার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার রক্ত জমে যাচ্ছিল, তবুও যাত্রাটা কি করে হয় তা জানার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহলও অনুভব করছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এতো হঠাৎ করে হলো যে আমি ঠিক কি যে হচ্ছে তাই বুঝতে পারলাম না।

'দেখলাম চোখের সামনে থেকে আচমকা পরিচিত ঘরটি অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চোখ ধাঁধানো হলুদ আলো—যার কথা আমি আগেও অনেকবার বলেছি। মাথার ভিতরে তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রনা। যেন কেউ একটি সূক্ষ্ম তলোয়ার দিয়ে

সাঁই করে মাথাটি দু ফাঁক করে ফেলেছে। ঘুর ঘুর করে উঠলো পেটের ভিতর, পা ও হাতের পাতা গুলি জ্বালা করতে লাগলো। আগেই বলেছি সমস্ত ব্যাপারটি খুব অল্প সময়ের ভেতর ঘটে গেল। সমস্ত অনুভূতি উল্টে পাল্টে যাবার আগেই দেখি চৌকোনা একটি ঘরে আমি দাড়িয়ে আছি, একা, মেয়েটি পাশে নেই। যেখানে আমি দাড়িয়ে আছি তার চারপাশে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। চকচকে ঘড়ির ডায়ালের মতো অজস্র ডায়াল। কোনটির কাটা ঘুরছে কোন কোনটির কাটা স্থির হয়ে আছে। বড় বড় লিভার জাতীয় কিছু যন্ত্র। গঠন ভঙ্গী দেখে মনে হয় হাত দিয়ে চাপ দেবার জন্যেই তৈরী। টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের মতো বোতামের রাশ। প্রতিটিতেই হাল্কা আলো জ্বলছে। মাথার ঠিক উপরে সাঁ সাঁ করে পাখা ঘুরছে। পাখাটির আকৃতিও অদ্ভুত। ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে আবার বুঁজে যাচ্ছে এই রকম মনে হয়। কোন বাতাস আসছে না সেখান থেকে। পিঁ পিঁ করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হচ্ছে কেবল। হঠাৎ পরিস্কার শুনলাম,

"দয়া করে অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলুন। আলোর বেগে এসেছেন আপনি এখানে। আপনার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে গামা রশ্মি[১৭] বিকিরণ হচ্ছে, আমরা এটি বন্ধ করছি। কিছুক্ষণের ভিতরেই আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।'

'আমি চুপ করে কথাগুলি শুনলাম। যে ভাবে বলা হলো সে ভাবেই নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আবার তাদের গলা শোনা গেল,

"আপনি দয়া করে আমাদের কতোগুলি প্রশ্নের জবাব দিন।'

আমি বললাম,

"প্রশ্ন করুন আমি জবাব দিচ্ছি।'

"আপনার কি ঘুম পাচ্ছে ?'

"না।'

"আপনার কি মাথা ধরেছে ?'

"কিছুক্ষণ আগে ধরেছিল। এখন নেই।'

"আচ্ছা বলুনতো ঘরে কি রংয়ের আলো জ্বলছে ?'

"নীল।'

"ভালো করে বলুন সবুজ নয়তো ?'

"না সবুজ নয়।'

"হালকা নীল ?'

"না ঘন নীল। আমাদের পৃথিবীর মেঘশূন্য আকাশের মতো।'

'উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। কারণ পরবর্তী কিছুক্ষণ আর কোন প্রশ্ন শোনা গেল না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রশ্নকর্তা এবার থেমে থেমে বললেন,

"আপনি কি জানেন আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন পৃথিবী থেকেই এ গ্রহে এসেছিলেন।'

"আমি জানি।'

"আপনি আমাদের একান্ত আপনজন। আপনি এখানে এসেছেন সেই উপলক্ষে আজ আমাদের জাতীয় ছুটির দিন।'

'আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি আশ্চর্য! আপনারা জানতেন আমি এসেছি ?'

"নিশ্চয়ই।'

"আপনাদের এ গ্রহের নাম ?'

"টাইফা ।'

'আমি লক্ষ্য করলাম, ঘরের নীল আলো কখন চলে গেছে। সবুজাভ আলোয় ঘর ভরে আছে। আমি বললাম, 'শুনুন আমি এবার সবুজ আলো দেখছি।'

'বলবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটি অংশ নিশব্দে ফাঁক হয়ে যেতে লাগলো। আমি দেখলাম অসংখ্য কৌতুহলী মানুষ অপেক্ষা করছে বাইরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি সেই গ্রহ থেকে এসেছি যেখান থেকে তাদের পূর্বপুরুষ একদিন রওনা হয়েছিল। অজানা সেই গ্রহের জন্যে সমস্ত ভালবাসা এখন হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

'যারা আমার চারপাশে দাড়িয়ে আছেন তারা প্রত্যেকেই বেশ বয়স্ক। একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম দীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহে কাটিয়ে মানুষের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। সাধারণ মানুষের চেয়ে শুধু একটু লম্বা, চেহারা একটু সবুজাভ, এই পরিবর্তনটাই চট করে চোখে পড়ে। চোখগুলি অবশ্য খুব উজ্জ্বল। মনে হয় অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো আলো ছড়াবে।'

"আমার নাম ক্রিকি।' বলেই তাদের একজন আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। অল্প হেসে বললেন,

'আপনি আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো ?'

'আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। লম্বাটে ধরণের মুখ, ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। মুখ ভর্ত্তি দাড়ি গোফে একটা জংগুলে চেহারা। আমি বললাম,

''খুব ভালো বুঝতে পারছি। আপনারা কি এই ভাষাতে কথা বলেন ?'

''না, আমরা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছি। আমাদের সবার সঙ্গেই অনুবাদক যন্ত্র আছে। আসুন আমার নিজের ঘরে আসুন।'

'আমার খুব ইচ্ছে করছিলো, বাইরে ঘুরে ঘুরে সব দেখি। এখানকার আকাশ কি রকম ? গাছ-পালাই বা কেমন দেখতে। প্রথম দিকে আমার যে নিস্পৃহ ভাব ছিল এখন আর সেটি নেই। আমি তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, যাই দেখছি তাই আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছে। ক্রিকি বললেন,

''আমাদের এই গবেষণাগারে চারটি ভাগ আছে। সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে জরুরী বিভাগ হচ্ছে সময় পরিভ্রমণ বিভাগ। জটিলতম কারিগরি বিদ্যা কাজে খাটানো হয়েছে এখানে। এখান থেকেই সময়ের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যাত্রা করানো হয়। যেমন আপনি আসলেন। তারপরই আছে অবিত গণিত বিভাগ। দুরকম গণিত আছে, একটি হচ্ছে ব্যবহারিক অন্যটি অবিত, অর্থাৎ যে গণিত এখনো কোন কাজে খাটানো যাচ্ছে না। আমাদের এখান-কার গণিত বিভাগটি হচ্ছে অবিত গণিত বিভাগ।'

''তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগটি কি ?'

'তৃতীয়টি হচ্ছে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থটি প্রতি পদার্থ[১৮] বিভাগ। এ দুটিরই কাজ হচ্ছে অবিত গণিতকে ব্যবহারিক গণিতে পরিণত করা। আসুন আমি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আপনি ক্লান্ত নন তো ?'

''না, না, আমি ঠিক আছি। আমার সব দেখে শুনে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে।'

'প্রথমে আপনাকে নিয়ে যাব গণিত বিভাগে। অবশ্য সেটি আপনার ভালো লাগবে না।

'গণিত বিভাগ দেখে আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। হাস-পাতালের লম্বা ঘরের মতো মস্তো লম্বা ঘর। রুগীদের যেমন সারি সারি বিছানা থাকে তেমনি দুধারে বিছানা পাতা। তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব বিকৃত শরীর শুয়ে আছে। সবারই বয়স পনেরো থেকে কুড়ির ভিতরে। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা নড়ে চড়ে বসলো। ক্রিকি বললেন,

''আপনি যে কয়দিন এখানে থাকবেন সে কয়দিন আপনাকে গণিত বিভাগেই থাকতে হবে। গণিত বিভাগের প্রধান, যিনি এই গবেষণাগারের মহা পরিচালক তাঁর তাই ইচ্ছে।'

'আমি ক্রিকির কথায় কান না দিয়ে বললাম,

''এরা কারা?'

'প্রশ্ন শুনে ক্রিকি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অবশ্যি আমি তখন অবাক হয়ে সারিবন্দী পড়ে থাকা এই সব অসুস্থ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছি। কারো হাত পা শুকিয়ে সুতার মতো হয়ে গিয়েছে। কারো চোখ নেই। কেউ ধনুকের মতো বেঁকে পড়ে আছে। কারো শরীরে আবার দগদগে ঘা। আমি আবার বললাম,

''এরা কারা বললেন না?'

'ক্রিকি থেমে থেমে বললেন, ''এরা গণিতবিদ। টাইফা গ্রহের গণিতের যে জয় জয়কার তা এদের জন্যেই।'

'কথা শেষ না হতেই শুয়ে থাকা অন্ধ একটি ছেলে চেঁচিয়ে

বললো, "টাইফা গ্রহের উন্নত গণিতের মুখে আমি থুথু দেই।' বলেই সে থুঃ করে একদলা থুথু ফেললো। ক্রিকি বললেন,

"এই ছেলেটার নাম নিনাষ। মহা প্রতিভাবান।'

'আমি বললাম, "এরা এমন পঙ্গু কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ক্রিকি বললেন, "মায়ের পেটে থাকাকালীন এদের জীনের[১৯] কিছু অদল বদল করা হয়েছে। যার ফলে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের বিশ্লেষণী ক্ষমতা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ওরা ঠিক মানবশিশু হয়ে গড়ে উঠেনি। সুতীব্র গামা রশ্মির রেডিয়শনের ফলে যে সমস্ত জীন শরীরের অন্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত তা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার ফল স্বরূপ এই বিকলাঙ্গতা। বিজ্ঞান সব সময়েই কিছু পরিমাণে নিষ্ঠুর।'

"এরা কি জন্ম থেকেই অংকবিদ?'

"না, বিশিষ্ট অংকবিদরা এদের বেশ কিছুদিন অংক শেখান।'

"কিন্তু এ তো ভীষণ অন্যায়।'

'ক্রিকি বললেন, "না অন্যায় নয়। শারীরিক অসুবিধে ছাড়া এদের তো অন্য কোন অসুবিধে নেই। তাছাড়া এরা মহা সম্মানিত। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সব সময় কিছু ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজন।'

"এ রকম কতজন আছে?'

"আছে বেশ কিছু। কারো কারো কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এখনো শিখছে।'

"কতোদিন কর্মক্ষমতা থাকে?'

"পাঁচ থেকে ছ বছর। অত্যাধিক পরিশ্রমে এদের মস্তিষ্কের নিউরোণ অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়।'

"তাদের দিয়ে কি করা হয় তখন ?'

"সেটা নাইবা শুনলেন।'

"কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে বলুন। বৎসরে কতজন এমন বিকলাঙ্গ শিশু আপনারা তৈরী করেন ?'

"সরকারী নিয়মে প্রতিটি মেয়েকে তার জীবদ্দশায় একবার প্রতিভাবান শিশু তৈরীর জন্য গামা রশ্মি বিকীরণের সামনে এসে দাড়াতে হয়। তবে সবগুলি তো আর সফল হয় না! চলুন যাই, অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখি।'

'আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি দেখলাম হাতে এক তাড়া কাগজ নিয়ে কে একজন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলো অন্ধ ছেলেটির কাছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকলো,

"নিনাষ' নিনাষ।'

"বলুন।'

"এই হিসাবটা একটু করো! নবম নৈরাশিক গতি ফলকে বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা আয়নিত করা হয়েছে, পটেন্সিয়ালের পার্থক্য ছয় দশমিক শূন্য তিন মাইক্রোভোল্ট। আউটপুটে কারেন্ট কতো হবে ?'

"বারো এম্পিয়ার হবার কথা। কিন্তু হবে না।'

'লোকটি লাফিয়ে উঠে বললো, কেন হবে না ?'

"কারণ নবম নৈরাশিক একটি ভেক্টর সংখ্যা। কাজেই গতির দিক নির্ভর। ভেক্টরের সংগে স্কেলারের যোগ এভাবে করা যায় না—'

'আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। ক্রিকিকে বললাম,

"আমি এই ছেলেটির সংগে আলাপ করতে পারি ?'

'ক্রিকি একটু দোমনা ভাবে বললেন, "নিশ্চয়ই।'

'আমি নিনাষের পাশে গিয়ে দাড়িয়ে বললাম,

"আমি তোমার বন্ধু। তোমার সংগে আমি আলাপ করতে চাই।'

"আমার কোন বন্ধু নেই। চলে যাও এখান থেকে, নয়তো তোমর গায়ে থুথু দেবো।'

'ক্রিকি বললেন, "আপনি চলে আসুন। এরা সবাই কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ। আসুন আমরা পদার্থবিদ্যা বিভাগে যাই।'

'আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, "আমার বিশ্রাম প্রয়োজন, আমার মাথা ঘুরছে।'

'ক্রিকি আমার হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন,

"আপনি বিশ্রাম করুন। আমি পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।' অবাক হয়ে দেখি আনার মত দেখতে মেয়েটি সেই ঘরে হাসি মুখে বসে আছে। তাকে দেখে কেমন যেন ভরসা হলো। সে বললো,

"এই জায়গা কেমন লাগছে?'

"ভাল।'

"নাও খাবার খাও। এখানকার খাবার ভালো লাগবে খেতে।'

'টেবিলে বিচিত্র ধরণের রকমারী খাবার ছিল। সমস্তই তরল। যেন বিভিন্ন বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ গুলে রাখা হয়েছে। ঝাঁঝালো ধরণের টক টক লাগলো। যা দিয়েই তৈরী হোক না কেন, খুবই সুস্বাদু খাবার। মেয়েটি বললো,

"তুমি খুব শিগগীরই দেশে ফিরবে।'

"কবে?'

"তোমাদের হিসাবে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে।'

"কিন্তু কি জন্য আমাকে এখানে আনা হয়েছে? আমাকে দিয়ে তোমরা কি করাতে চাও?'

'মেয়েটি বললো, 'গণিত বিভাগের প্রধানের সংগে তোমার, দেখা হয়েছে?'

"না, হয় নি।'

"তিনিই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

'গণিত বিভাগের প্রধানের সংগে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আলাপ হলো। ক্রিকি আমাকে নিয়ে গেলো তার কাছে। গোলাকার একটি ঘরের ঠিক মধ্যিখানে তিনি বসেছিলেন। ঘরে আর দ্বিতীয় কোন আসবাব নেই। সে ঘরে একটা জিনিষ আমার খুব চোখে লাগল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্তই গাঢ় সবুজ রঙে রাঙানো। এমন কি যে চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বসে আছেন তার রঙও গাঢ় সবুজ। আমাকে দেখে ভদ্রলোক অত্যন্ত মোটা গলায় বলে উঠলেন,

"আমি গণিত বিভাগের প্রধান মিহি। আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

'আমি হকচকিয়ে গেলাম। অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি। আমার ভেতরটা যেন কেটে কেটে দেখে নিচ্ছে। শক্ত সমর্থ চেহারা—সমস্ত চোখে-মুখে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। তিনি বললেন,

"ক্রিকি তুমি চলে যাও। আর আপনি বসুন।'

'আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, "কোথায় বসবো? মেঝেতে?'

"হ্যাঁ। কোন আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে আমার চেয়ারে বসুন।' বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। আমি বললাম,

"আমার বসবার তেমন প্রয়োজন নেই। আপনি কি বলছেন বলুন।'

"আপনি কি জানেন, কি জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে?'

"না, জানি না।'

"কোন ধারণা আছে?'

"না, কোন ধারণা নেই।'

"বলছি। তার আগে আমার দু একটি প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি যে ভবিষ্যতে পাঁচ হাজার বৎসর পাড়ি দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?'

"না, আমার কোন ধারণা নেই।'

"আপনি যে উপায়ে ভবিষ্যতে চলে এসেছেন সে উপায়ে অতীতেও চলে যেতে পারেন। নয় কি?'

"আমি ঠিক জানি না। আমাকে নিয়ে কি করা হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

"বুঝতে না পারলেও খুব অসুবিধে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানুষের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ।'

"আমি কিছুই জানি না। স্কুলে আমি সমাজবিদ্যা পড়াতাম। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞ।'

"আপনাকে বলছি। মন দিয়ে শুনুন। মানুষ কিছুই জানে না। তারা সময়কে অতিক্রম করতে পারে না। শূন্য ও অসীম এই দুইয়ের প্রকৃত অর্থ জানে না, সৃষ্টির আদি রহস্যটা কি তাও জানে না। পদার্থের সংগে শক্তির সম্পর্ক তার জানা কিন্তু তার সংগে সময়ের

সম্পর্কটা অজানা। প্রতি পদার্থ কি তা সে জানে কিন্তু প্রতি পদার্থে সময়ের ভূমিকা কি তা সে জানে না। অথচ জ্ঞানের সত্যিকার লক্ষ্য হচ্ছে এই সমস্ত রহস্য ভেদ করে নিদৃষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই সব রহস্য মানুষ কখনো ভেদ করতে পারবেনা, তার ফল স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া। আপনি বুঝতে পারছেন ?'

''বুঝতে চেষ্টা করছি।'

''একটা সামান্য জিনিষ ভেবে দেখুন NGK 123২০ গ্রহটিতে মানুষ কখনো যেতে পারবে না। আলোর গতিতেও যদি সে যায় তবু তার সময় লাগবে এক লক্ষ বৎসর।'

''সেখানে যাওয়া কি এতই জরুরী ?'

''নিশ্চয়ই জরুরী। অবিকল মানুষের মতো, একচুলও হের-ফের নেই এ জাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেখানে। অপূর্ব সেই গ্রহ। মানুষের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করেছে তার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য। অথচ মানুষ কখনো তার নাগাল পাবে না। তবে......'

''তবে কি ?'

''যদি মানুষকে বদলে দেয়া যায়। যদি তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয় ত্রিমাত্রিক বন্ধন থেকে, যদি তাদের নিয়ে আসা যায় চতুর্মাত্রিক জগতে, তবেই অনেক কিছু তাদের আয়ত্তে এসে যাবে। তার জন্যে দরকার চতুর্মাত্রিক জগতের মহা জ্ঞানী শক্তিশালী জীবদের সাহায্য। মানুষ অবশ্যি ত্রিমাত্রা থেকে চতুর্মাত্রায় রূপান্তরের আদি সমীকরণের প্রথম পর্যায় শুরু করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র মানুষের জন্যে। সে হচ্ছে ফিহা।'

''ফিহা ?'

"হ্যাঁ, ফিহা। তার অসাধারণ মেধার তুলনা মেলা ভার। অথচ তিনি সঠিক পথে এগুচ্ছেন না। এই সমীকরণের দুইটি সমাধান আছে। তিনি একটি বের করেছেন, অন্যটি বের করতে চেষ্টা করছেন না।'

"কিন্তু এখানে আমার ভূমিকাটি কি? আমি কি করতে পারি?'

"আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। চতুর্মাত্রিক জীবরা ফিহাকে চান। ফিহার অসামান্য মেধাকে তারা কাজে লাগাবেন।'

"বেশ তো, আমাকে তারা যে ভাবে এনেছেন ফিহাকেও সেভাবে নিয়ে আসলেই হয়?'

'সেই ভাবে নিয়ে আসা যাচ্ছে না বলেই তো আপনাকে আনা হয়েছে। সিরানরা পৃথিবীর মানুষদের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মির[২১] থেকে বাঁচানোর জন্যে পৃথিবীর চারিদিকে শক্তি বলয়[২২] তৈরী করেছে। চতুর্মাত্রিক জীবরা শক্তি বলয় ভেদ করতে পারেন না, মানুষ যা অনায়াসেই পারে। সেই কারণে ফিহাকে আনা যাচ্ছে না।'

"আমি সেখানে গিয়ে কি করবো?'

"ফিহাকে নিয়ে আসবেন আপনি। সম্ভব না হলে ফিহাকে হত্যা করবেন।'

"আপনি এসব কি বলছেন?'

"যান বিশ্রাম করুন গিয়ে, এ নিয়ে পরে আলাপ হবে। যান যান দাড়িয়ে থাকবেন না।'

'আমি উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে আসলাম। এই মুহূর্তে আমার সেই মেয়েটিকে প্রয়োজন। সে হয়তো অনেক কিছু

বুঝিয়ে বলবে আমাকে। গিয়ে দেখি মেয়েটি কৌচের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রান্ত মানুষেরা যেমন ঘুমোয় অবিকল তেমনি।

'এত নিঁখুত মানুষ যারা তৈরী করতে পারে তাদের আমার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে হলো। এরাই কি ঈশ্বর? সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অমোঘ ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে? প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে মহাপুরুষদের কথা আছে, তারা ইচ্ছেমতো মৃতকে জীবন দিতেন। ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। কে জানে হয়তো মহাক্ষমতার অধিকারী চতুর্মাত্রিক জীবদের দ্বারাই এসব হয়েছে। নকল মানুষ তৈরী করে তাদের দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছে। আনার মতো মানুষ যারা নিখুঁত তৈরী করে তাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

'আনাকে ঘুমন্ত রেখেই বেরিয়ে আসলাম। উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম কিছু সময়। হাটতে হাটতে এক সময় মনে হলো পথ হারিয়েছি। আমার নিজের ঘরটিতে ফিরে যাব তার পথ পাচ্ছিনা। কাউকে জিজ্ঞেস করে নেই ভেবে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম। খুব অল্প বয়স্ক এক ভদ্রোলোক বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উচ্ছসিত,

"আসুন, আসুন। আপনার কাছে যাব বলে তৈরী হচ্ছিলাম। সত্যি বলছি।'

'আমি হাসিমুখে বললাম, "কি করেন আপনি?'

"আমি একজন ডাক্তার।'

"এখানে ডাক্তারও আছেন নাকি?'

"নিশ্চয়ই। মস্ত বড়ো টিম আমাদের। আমি একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। আমরা সবাই মিলে একটা ছোট্ট গবেষণাগার চালাই।'

"খুব অল্প বয়সতো আপনার?'

"না, না। যতো অল্প ভাবছেন ততো অল্প নয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া কি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়?' বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন, যেন খুব একটা মজার কথা!

"জানেন? আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন থেকেই আমি এখানে। একটি দিনের জন্যেও এর বাইরে যেতে পারি নি। সেই বয়স থেকে স্নায়ু নিয়ে কারবার আমার। বাজে ব্যাপার।'

"তার মানে এই দীর্ঘ সময়ে একবারও আপনি বাবা মার কাছে যান নি?'

"না। এমনকি আমার নিজের গ্রহটি সত্যি দেখতে কেমন তাও জানি না। তবে শুনেছি সেটি নাকি অপূর্ব। বিশেষ করে রাতের বেলা। অপূর্ব সব রঙ তৈরী হয় বলে শুনেছি। তাছাড়া দিন রাত্রি সব সময় নাকি হু হু করে বাতাস বইছে। আর সেখানকার ঘরবাড়ী এমনভাবে তৈরী যে একটু বাতাস পেলেই অপূর্ব বাজনার মতো আওয়াজ হয়।'

"আপনি কি কখনো যেতে পারেন না সেখানে?'

"ডাক্তার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন,

"কি করে যাব? আমাদের এই সম্পূর্ণ গবেষণাগারটি একটি চতুর্মাত্রিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।'

"তার মানে?'

"একটা ডিম কল্পনা করুন। কুসুমটি যেন আমাদের গবেষণাগার, একটি ত্রিমাত্রিক জগৎ। ডিমের সাদা অংশটি হলো চতুর্মাত্রিক জগৎ। এবং শক্ত খোলটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় গ্রহ টাইফা।'

'আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এরকম করা হলো কেন?'

"চতুর্মাত্রিক জীবদের খেয়াল। তবে আপনাকে একটা ব্যাপার

বলি শুনুন, ঐ সব মহাপুরুষ জীবদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সমস্ত ত্রিমাত্রিক জগৎ বিলুপ্ত করা। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই গবেষণাগার। বুঝতে পারছেন ?'

"না।'

"না পারলেই ভাল।'

"আপনি কি এসব সমর্থন করেন না ?'

"না। কেন করব ? আমি বাইরের জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর কিছু কিছু রাখি। আমি জানি ফিহা ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন। অসম্ভব মেধা তাঁর। সমীকরণের সমাধান হওয়া মাত্র চতুর্মাত্রিক জগতের রহস্যভেদ হয়ে যাবে মানুষের কাছে, বুঝলেন ? আর এতেই মাথা ঘুরে গেছে সবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা ফিহাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু কলা ! কাঁচ কলা ! ফিহাকে আনতে গিয়ে কাঁচকলাটি খাও।'

'আমি লক্ষ্য করলাম ডাক্তার ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হাত নাড়তে নাড়তে বললেন,

"মানুষেরা পৃথিবীর চারিদিকে শক্তি বলয় তৈরী করেছে। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জীবদেরও সাধ্য নেই সেই বলয় ভেদ করে। হাঃ হাঃ হাঃ—'

'হাসি থামলে কাতর গলায় বললাম, "আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আমায় আমার ঘরটি দেখিয়ে দেবেন ? আমার কিছুই ভালো লাগছে না।'

"তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবসন্ন ভাবে হাটছি। কি হতে যাচ্ছে কে জানে। আবছা আলোয় রহস্যময় লম্বা করিডোর। দুই পাশের প্রকাণ্ড সব কামরা, বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে

ঠাসা। অথচ এদের কোন কিছুর সংগে আমার কোন যোগ নেই। আমি আমার জায়গায় ফিরে যেতে চাই, যেখানে আমার স্ত্রী আছে, আমার দুইটি অবোধ শিশু আছে—দুঃখ-কষ্টের সংগে সংগে অবোধ ভালোবাসা আছে।'

'পরবর্তী দুদিন, অনুমানে বলছি সেখানে পৃথিবীর মতো দিন রাত্রি নেই, আমার উপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো। একেকবার একেকটি ঘরে ঢুকি। বিকট সব যন্ত্রপাতি আমার চারপাশে বসানো হয়। তারপর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। একটি পরীক্ষা শেষ না হতেই অন্যটি শুরু। বিশ্রাম নেই, নিঃশ্বাস ফেলার অবসরটুকু নেই। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কি হবে প্রশ্ন করে? নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি ভাগ্যের হাতে। ক্লান্তিতে যখন মরমর হয়েছি তখন বলা হলো পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর আমাকে পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

'সমস্ত দিন ঘুমুলাম। ঘুম ভাংলো দরোজায় মৃদু টোকা শব্দ শুনে।

''গণিত বিভাগের একটি ছেলে আপনার সংগে আলাপ করতে চায়। কিছু বলবে, খুব জরুরী।'

'রোগামতো লোকটি খুব নীচু গলায় বললো কথাগুলি। আমি বললাম, ''কে সে?'

''নিনাব। আপনি আসুন আমার সংগে।'

'আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। আমার মনে হলো কিছু একটা হয়েছে, থম থম করছে চারিদিক। আমার মতো মেয়েটিও নেই কোথাও।

'সবাই যেন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি যেতেই উৎসুক হয়ে নড়ে চড়ে বসলো সবাই। ''তুমি আমার সংগে আলাপ করতে চেয়েছিলে?' 'নিনাষ বললো, ''হ্যাঁ, আপনি জানেন কি টাইফা গ্রহ অদৃশ্য হয়েছে?'

''আমি কিছুই জানি না।'

''তাহলে আমার কাছ থেকে জানুন। অল্প কিছুক্ষণ হলো সমস্ত গ্রহটি চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করা হয়েছে। কেমন করে জানলাম? ত্রিমাত্রিক গ্রহকে চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করার নিদৃষ্ট হিসাব আমরা করেছি। আমরা সব জানি। শুধু যে টাইফা গ্রহই অদৃশ্য হয়েছে তাই নয়, একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশই চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করছে। এবং আপনার পৃথিবী সেই বৃত্তের ভিতরে। বুঝলেন?'

'আমি বললাম, ''আমার তাহলে আর প্রয়োজন নেই?'

'এই মূহুর্তে আপনাকেই তাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় চুপ করে বসে নেই। নিশ্চয় তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করবে—ফিহার মতো বিজ্ঞানী যেখানে আছেন। আমি খুব ভালো করে জানি মহাজ্ঞানী ফিহা একটা বুদ্ধি বের করবেনই। যাক, ওসব ছেড়ে দিন—আপনাকে কি জন্যে পাঠানো হবে জানেন?'

''না।'

''আপনাকে পাঠানো হবে যেন ফিহা পৃথিবী রক্ষার কোন পরিকল্পনা করতে না পারেন তাই দেখতে। ফিহার যাবতীয় কাগজ-পত্র আপনাকে নষ্ট করে ফেলতে বলবে। এমন কি প্রয়োজন হলে আপনাকে বলবে ফিহাকে হত্যা করতে। কিন্তু শুনুন তা করতে

যাবেন না। বুঝতে পারলেন? টাইফা গ্রহ চলে গেছে—পৃথিবী যেন না যায়।'

'ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আনা হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে বললো,

"সুসংবাদ তুমি অল্প কিছুক্ষণের ভিতর পৃথিবীতে যাবে। তোমাকে কি করতে হবে তা মিহি বুঝিয়ে বলবেন।'

"আনা। চতুর্মাত্রিক জীবরা যখন তোমার মতো মানুষ তৈরী করতে পারে তখন ওদেরকে পাঠালেই পারতো পৃথিবীতে, ওরাই করতে পারতো যা করার।'

"তৈরী মানুষ শক্তি বলয় ভেদ করতে পারে না।'

"কিন্তু আনা, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে তা আমি করবো না।

"নিনায কিছু বলেছে তোমাকে, না?'

"ঠিক সে জন্যে নয়। আমার মন বলছে আমি যা করব তা অন্যায়।'

"বাজে কথা রাখ তুমি করবেই।'

"আমি করবই? যদি না করি?'

"না করলে ফিরে যেতে পারবে না তোমার স্ত্রী পুত্রের কাছে। খুব সহজ সত্য। তুমি কি তোমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে চাও না?'

"চাই।'

"তা ছাড়া আরেকটা দিক ভেবে দেখো। তোমার তো কিছু হচ্ছে না। তুমি তোমার কাজ শেষ করে পৃথিবীতে নিজের ছেলে মেয়ের কাছে ফিরে যাবে। তারও পাঁচ হাজার বছর পর

পৃথিবীর পরিবর্তন হবে। তার আগে নয়। এসো মিহির কাছে যাই. তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। ওকি তুমি কাঁদছ নাকি ?'

''না, আমি ঠিক আছি।'.....................'

বইটি অর্ধসমাপ্ত। এরপর আর কিছু নেই। উত্তেজনায় মাথুর হাপাতে লাগলেন। সেই মেয়েটি কোথায় ? যে তাকে এই বইটি দিয়ে গেছে ? তার সঙ্গে এই মূহূর্তে কথা বলা প্রয়োজন। মাথুর ঘরের বাতি নিভিয়েই বেরিয়ে এলেন। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। ঘুমন্ত সিরানপল্লীর ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে নির্জন পথ। মাথুরের অল্প অল্প শীত করছিলো। মেয়েটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। দরজায় টোকা দিতেই নী বললো,

'কে ?'

'আমি। আমি মাথুর।'

নী দরজা খুলে দিল। মাথুর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বইটির শেষ অংশ কোথায় ?'

'শেষ অংশ আমি পাইনি। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।'

মাথুর ধীরে ধীরে বললেন, 'লোকটি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে যেতে পেরেছে। তার মানেই হলো সে ফিরে এসেছে

নিজের জায়গায়। অর্থাৎ তার উপর যে দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করেছে। সহজ কথায় ফিহাকে পৃথিবী রক্ষার কোন পরিকল্পনা করতে দেয় নি। ফিহাকে আমাদের বড্ডো প্রয়োজন।'

মাথুর আপন মনে বিড় বিড় করে উঠলেন, এক সময় নিঃশব্দে উঠে এলেন।

নিকি ঘরে ঢুকে থমকে গেলো।

সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে ফিহা শুয়ে আছেন। নটার মত বাজে। এই সময় তিনি সাধারণত অঁাক কষেন, নয়তো দুলে দুলে বাচ্চাদের মত বই পড়েন। নিকি বললো,

'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

ফিহা বললেন,

'শরীর নয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল সারা রাত আমি ভূত দেখেছি।'

'ভূত?'

'হ্যাঁ জ্বলজ্যান্ত ভূত। মানুষের গলায় কথা বলে। বাতি জ্বাললেই চলে যায়। আবার ঘর অন্ধকার করলে ফিরে আসে। অদ্ভুত ব্যাপার। সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছি।'

নিকি বললো,

'রাত দিন অংক নিয়ে আছেন। মাথাকেতো আর বিশ্রাম দিচ্ছেন না, সেই জন্যে এসব হচ্ছে। ভালো করে খাওয়া দাওয়া করুন। একজন ডাক্তার আনবো?'

'না না, ডাক্তার ফাক্তার লাগবেনা। আর বিশ্রামের কথা বলছো? সময়তো খুব অল্প। যা করতে হয় এর ভেতর করতে হবে।'

নিকি দেখলো ফিহা খুব সহজ ভাবে কথা বলছেন। সাধারণত দুটি কথার পরই তিনি রেগে যান। গালি গালাজ করতে থাকেন। রাগ খুব বেশী চড়ে গেলে হাতের কাছে যে কাগজটা পান তা কুচি কুচি করে ফেলেন। রাগ তখন একটু পড়ে। নিকি ভাবলো রাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে যার জন্য আজ ফিহার গলায় এরকম নরম সুর। নিকি চেয়ারে বসতে বসতে বললো,

'কি হয়েছিল ফিহা। ভূতটা কি আপনাকে ভয় দেখিয়েছিল?'

'না ভয় দেখায়নি। বরং খুব সম্মান করে কথা বলেছে। বলেছে এই যে চারিদিকে রব উঠেছে মহাসংকট মহাসংকট এসব কিছু নয়। শুধুমাত্র পৃথিবীর ডাইমেনসন বদলে যাবে আর নতুন ডাইমেন-সনে জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণ সুযোগ। এবং সেখানে নাকি আমার মতো বিজ্ঞানীর মহা সুযোগ সুবিধা। কাজেই আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে এই মহা সংকট কেটে যায়। এই সব।'

'আপনি তার কথা শুনে কি করলেন?'

'প্রথমে কাচের গ্লাসটা ছুড়ে মেরেছি তার দিকে। তারপর ছুড়ে মেরেছি এ্যাসট্রেটা। এতেও যখন কিছু হলো না তখন বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

নিকি অবাক হয়ে বললো,

'আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। সত্যি কি কেউ এসেছিল?'

'আরে না। আসবে আবার কি? ত্রিমাত্রিক জগৎকে চতুর্মাত্রিক জগতে পরিণত করবার জন্যে আমি এক সময় কতকগুলি ইকোয়েসন সমাধান করেছিলাম, জান বোধ হয়? গত কয়েক দিন ধরেই কেন জানি বার বার সে কথা মনে হচ্ছে। তাই থেকেই এসব দেখেছি। মাথা গরম হলে যা হয়। বাদ দাও ওসব।

'তুমি কি চা দেবে এক কাপ?'

'আনছি, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

রাত জাগরণের ফলে ফিহা সত্যি সত্যি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন আজ সমস্ত দিন কাজ করবেন এবং সমস্ত দিন কোন খাবার খাবেন না। ফিহা সব সময় দেখেছেন যখন তাঁর পেটে এক কণা খাবার থাকে না, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে তখন তাঁর চিন্তাশক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। বিস্ময়কর যে কয়টি আবিষ্কার তিনি করেছেন তা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই করেছেন। আজ অবশ্যি কিছু করা গেলনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিকি সকালের খাবার দিয়ে যায়নি। গত রাতে যদি এই জাতীয় আদিভৌতিক ব্যাপারগুলি না হতো তাহলে এতক্ষণে কাজে লেগে পড়তেন।

'এই নিন চা। আমি সঙ্গে কিছু বিস্কিটও নিয়ে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছো।'

নিকি একটু ইতস্ততঃ করে বললো,

'ফিহা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বল বল।'

'আগে বলুন আপনি হাসবেন না।'

'হাসির কথা হলেও হাসবো না?'

'হাসির কথা নয়। আমি—মানে আমার মনে কদিন ধরেই একটা ভাবনা হচ্ছে, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিনা।'

ফিহা বললেন,

'বলেই ফেল। কোন প্রেমের ব্যাপার নাকি?'

'না না কি যে বলেন। আমার মনে হয় আমরা যদি পৃথিবী-

টাকে সরিয়ে দিতে পারি তার কক্ষ পথ থেকে তাহলে বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারি। নয় কি?'

ফিহা হো হো করে হেসে ফেললেন। নিকি বললেন,

'কেন পৃথিবীটাকে কি সরানো যায় না?'

'নিশ্চয়ই যায়। তুমি যদি মঙ্গল গ্রহটা পরম পারমানবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে গুড়িয়ে দাও তাহলেই সৌরমণ্ডলে মধ্যাকর্ষণ জনিত সমতা ব্যাহত হবে। এবং পৃথিবী ছিটকে সরে যাবে।'

'তা হলেই তো হয়। পৃথিবীকে নিরাপদ জায়গায় এই করে সরিয়ে নিলেই হয়।'

'কিন্তু একটা গ্রহ উড়িয়ে দিতে হলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। আর পৃথিবীকে অল্প একটু সরালেই তো জীবন ধারণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ধর পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে এগিয়ে আসে তাহলেই উত্তাপে সুমেরুর কুমেরুর যাবতীয় বরফ গলে মহাপ্লাবন। আর সূর্য থেকে একটু দূরে সরে গেলে শীতে আমাদের শরীরের প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত জমে যাবে। বুঝলে?'

নিকির চেহারা দেখে মনে হলো সে ভীষণ হতাশ হয়েছে। ফিহা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি এখন আর তার নেই। নিকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নিজেও একটু উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নিকির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,

'আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি প্রতিটি মেয়ে পৃথিবী রক্ষার জন্যে এক একটি পরিকল্পনা বের করে ফেলেছে। ট্রেনে আসবার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা, সেও নাকি কি একটি বই পেয়েছে

কুড়িয়ে, পাঁচ হাজার বছরের পুরানো বই—তাতেও নাকি পৃথিবী কি করে রক্ষা করা যায় তা বিতং করে লেখা। হা-হা-হা।'

নিকি চুপ করে রইল। বেচারী বেশ লজ্জা পেয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ-মুখ। ফিহা বললেন,

'নিকি তুমি কি আমার কথায় লজ্জা পেয়েছো?'

'না।'

'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে তোমরা সবাই কিছু না কিছু ভাবছো। আমার ভেতর কোন রকম ভাবালুতা নেই। তবু তোমাদের এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে মনে হয় যে, পৃথিবীর জন্যে সবার এতো ভালবাসা তা নষ্ট হয় কি করে!'

নিকি বললো,

'আপনি কিছু ভাবছেন ফিহা?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার জন্যেইতো এমন নির্জন জায়গায় এসেছি। আমি প্রাণপণে বের করতে চেষ্টা করছি কি জন্যে এমন হচ্ছে। সেই বিশেষ কারণটি কি হতে পারে, যার জন্যে একটি নিদৃষ্ট জায়গার সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই নিদৃষ্ট জায়গার বাইরে কিছুই হচ্ছে না। যেই মুহূর্তে কারণ জানা যাবে, সেই মুহূর্তে পৃথিবী রক্ষার উপায় একটা কিছু হবেই। আমার বয়স হয়েছে আগের মত খাটতে পারি না তবু মাথার ধার একটুও ভোতা হয়নি। তুমি বিশ্বাস করো আমাকে।'

আবেগে নিকির চোখে পানি এলো। ফিহার চোখে পড়লে তিনি রেগে যাবেন তাই সে চট করে উঠে দাড়িয়ে বললো,

'একটু আসছি।'

ফিহা ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। হাতে সিগারেট জ্বলছে। মাথার সাদা চুল বাতাসে কাঁপছে। ফিহা চোখ ঈষৎ ছোট করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ঘরের ভেতর। মনে মনে বলছেন,

'কিছু একটা করা প্রয়োজন।' কিন্তু কি করে সেই কিছু একটা হবে তাই ভেবে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে হাতড়ানোর কোন মানে হয় না। ফিহা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন,

'নিকি নিকি।'

নিকি দৌড়ে এলো। ফিহা বললেন,

'আমি মাথুরের সঙ্গে একটু আলাপ করি, কি বল? ঐ মেয়েটা কি কাণ্ড কারখানা করে বেড়াচ্ছে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি যোগাযোগ করে দিচ্ছি।'

মাথুরের চিন্তা শক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। লীর নিয়ে আসা বইটির শেষ অংশ নেই। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এদিকে ফিহার কোন খোঁজ নেই। সিরান পল্লীর বিজ্ঞানীরা তাঁকে বয়কট করেছেন। কাজকর্ম চালাচ্ছে ক্রুরা। ক্রুরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, "মাথুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" সমস্তই মাথুরের কানে আসে। মহাকাশপ্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণাগারের তিনি মহা-পরিচালক অথচ তাঁর হাতে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

মাথুর সময় কাটান শুয়ে শুয়ে। নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা মনেও হয় না তাঁর। দশ থেকে পনেরোটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কাজ বলতে এই। রাতের বেলা

নিদৃষ্ট সময়ের আগেই ঘুমুতে যান। ঘুম হয় না বিছানায় ছট ফট করেন।

সেদিনও খবরের কাগজ দেখছিলেন। সরকারী নির্দেশ থাকার জন্যেই কোথায়ও মহাবিপদের কোন উল্লেখ মাত্র নেই, অথচ সমস্ত খবরের মূল কথাটি হচ্ছে বিপদ এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। পাতায় পাতায় লেখা, শহরে আইন শৃঙ্খলা নেই, খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত, যানবাহন চলাচল বন্ধ, কল-কারখানার কর্মীরা কাজ ছেড়ে বিনা নোটিশে বাড়ী চলে যাচ্ছে। ছয় জন তরুণী আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেছে। পড়তে পড়তে মাথুরের মনে হলো তিনি নিজেও কি আত্মহত্যা করে বসবেন কোনদিন?

'ট্রি ইই, ট্রি ইই।'

যোগাযোগের স্বচ্ছ পর্দা নীলাভ হয়ে উঠলো। মাথুর চমকে তাকালেন সেদিকে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কে কথা বলতে চায়?

'মাথুর আমি ফিহা বলছি। কেমন আছো তোমরা?'

মাথুর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। 'পাওয়া গেছে, ফিহাকে পাওয়া গেছে।'

'মাথুর, লী বলে সেই পাগলা মেয়েটি এসেছিলো?'

'জ্বী এসেছিলো'

'সেকি এখনো আছে তোমার কাছে?'

'না সে চলে গেছে। ফিহা আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা ছিল।'

'কি কথা? আমি এখন একটু ব্যস্ত।'

'শত ব্যস্ত থাকলেও আপনাকে শুনতে হবে। আপনি কি ইদানিং কোন আজগুবি ব্যাপার দেখেছেন, কেউ এসে কি আপনাকে

ভয় টয় দেখাচ্ছে ?'

ফিহা একটু অবাক হলেন। থেমে থেমে বললেন,

'তুমি জানলে কি করে? নিকি কি এর মধ্যেই তোমাকেও এসব জানিয়ে বসে আছে ?'

'না না নিকি নয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে ? আপনাকে সব বুঝানো যাবে না। তা ছাড়া সময়ও খুব কম।'

'বেশ তাহলে জরুরী কথাটাই সেরে ফেল।'

'আপনি ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছিলেন।'

'করেছিলাম তাতো তোমার মনে থাকা উচিত।'

'মনে আছে ফিহা। কিন্তু আপনার সমীকরণের দুটি সমাধান ছিল।'

'দুটি নয় একটি। অন্যটিতে ইমাজিনারি টার্ম ব্যবহার করা হয়েছিল, কাজেই সেটি বাদ দিতে হবে। কারণ এখানে সমাধানটির উত্তরও ইমাজিনারি টার্মে এসেছিল।

'ফিহা আমাদের দ্বিতীয় সমাধানটি দরকার ?'

'কেন ?'

'দ্বিতীয় সমাধানটিই সঠিক সমাধান।'

'মাথুর একটা কথা বলছি রাগ করোনা।'

'বলুন।'

'তোমার মাথার দোষ হয়েছে। বুঝতে পারছি এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।'

'আমার মাথা খুব ঠিক আছে। আমি আপনার পায়ে পড়ি আমার কথা শুনুন।'

'বেশ বেশ বল।'

'দ্বিতীয় সমাধানটি যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নেই তাহলে আমরা নিজেরাই একটি চতুর্মাত্রিক জগত তৈরী করতে পারি।'

'হ্যাঁ তা করা যেতে পারে কিন্তু সমাধানটি তো ভুল।'

'সমাধানটি ভুল নয়। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। আচ্ছা ফিহা ধরুণ একদল বিজ্ঞানী একটি নিদৃষ্ট পথের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে চতুর্মাত্রায় পরিবর্তিত করেছেন, এখন তাদেরকে আমরা আটকাতে পারি যদি সেই পথে আগেই আমরা একটি চতুর্মাত্রিক জগত তৈরী করে রাখি।'

'মাথুর তোমার কথায় আমি যেন কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছি। মাথুর এসব কি বলছ?'

'আমি ঠিক কথাই বলছি ফিহা। আপনি কি সমাধানটি নিজে এখন একটু পরীক্ষা করবেন।'

ফিহা উত্তেজিত হয়ে বললেন,

'আমি করছি, আমি এক্ষুণি করছি। আর তুমি নিজেও করে দেখো, স্রুরাকেও বল করে দেখতে। সমাধানটি লিখে নাও'

ফিহা একটির পর একটি সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন।

মাথুর এক মনে লিখে চললেন। দুজনেরই চোখ মুখ জ্বল জ্বল করছে।

* * * *

সন্ধ্যা হয়নি তখনো, শেষ বিকেলের লালচে আলো গাছের পাতায় চিক চিক করছে। ফিহা বারান্দায় চেয়ার পেতে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিকাল হলেই তাঁর মনে এক ধরনের বিষন্ন অনুভূতি হয়।

নিকি চায়ের পেয়ালা হাতে বাইরে এসে দেখে ফিহা ভ্রু কুঁচকে

দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাতাসে তার রূপালী চুল তির তির করে উড়ছে। নিকি কোমল কণ্ঠে ডাকলো,

'ফিহা।'

ফিহা চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। নীচু গলায় প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, 'নিকি! আমার মনে হয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা অর্থহীন।'

নিকি কিছু বললো না, চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে পাশেই দাড়িয়ে রইলো। ফিহা বললেন, 'জ্ঞান বিজ্ঞান তো মানুষের জন্যেই, আর একটি মানুষ কতোদিন বাঁচে? তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তো জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সব সম্পর্কের ইতি। ঠিক নয় কি?'

নিকি শক্ত মুখে বললো, 'না ঠিক নয়।' ফিহা চুপ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। একটু অস্বস্তির সাথে নিকি বললো, 'দেখুন ফিহা, আপনার সাথে তর্ক করা আমার সাজেনা। কিন্তু নবম গণিত সম্মেলনে আপনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন—।'

'কি বলেছিলাম আমার মনে নেই।'

'বলেছিলেন মানব জাতির জন্ম মুহূর্তেই সে একটা অত্যন্ত জটিল অংক কষতে শুরু করেছে। এক এক যুগে এক এক দল মানুষ এসেছে আর সে জটিল অংকের এক একটি ধাপ কষা হয়েছে। অজানা নতুন নতুন জ্ঞান মানুষের ধারনায় এসেছে।'

'বেশ।'

'আপনি বলেছিলেন একদিন সে অংকটির সমাধান বের হবে। তখন সমস্ত রহস্যই এসে যাবে মানুষের আওতায়। বের হয়ে আসবে মূল রহস্য কি। মানুষের ছুটি হচ্ছে সেই দিন।'

ফিহা বললেন, 'এইসব বড় বড় কথা অর্থহীন নিকি।'

নিকি কিছুক্ষণ নীরবে দাড়িয়ে থেকে এলোমেলো ভাবে বসে থাকা ফিহাকে লক্ষ্য করল। তারপর বললো, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন, ফিহা ?'

'না নিকি আজ আমার মতো সুস্থ আর কেউ নেই।' একটু থেমে অন্যমনস্ক স্বরে ফিহা বললেন, 'পৃথিবী রক্ষার উপায় বের হয়েছে নিকি। পৃথিবী এবারেও বেঁচে গেল।'

ফিহা বসে বসে সন্ধ্যা মিলানো দেখলেন। চাঁদ উঠে আসতে দেখলেন। তাঁর মনে হলো এতো ঘনিষ্ট ভাবে প্রকৃতিকে তিনি এর আগে কখনো দেখেননি। তাঁর কেমন যেন বেদনাবোধ হতে লাগলো। যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনে সুপ্ত বেদনা-বোধ জাগিয়ে তুলে, কেন কে জানে। এক সময় নিকি ভিতর থেকে ডাকলো, 'ফিহা ভিতরে এসে পড়ুন। ভারী ঠাণ্ডা পড়েছে।'

ফিহা নিঃশব্দে উঠে এলেন। চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললেন, 'আবার—আবার এসেছো তুমি ?'

ভৌতিক ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তার হাতে অদ্ভুত একটি সূচাঁলো যন্ত্র। সে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বললো, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ফিহা।'

'আমি তখনি ক্ষমা করব যখন তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে।'

'কিন্তু ফিহা, আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে আজ আসিনি।'

'তবে কি জন্যে এসেছো ?'

'আপনাকে হত্যা করতে।'

ফিহা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'তাতে তোমার লাভ ?'

'তাহলেই আমি আমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারবো।'

ফিহা মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। কি ভাবে হত্যা করবে।'

'আমার কাছে শক্তিশালী রেডিয়েশান গান আছে, মহামান্য ফিহা।'

ফিহা জানালা খুলে দিলেন। বাইরের অপরূপ জোছনা ভাসতে ভাসতে ঘরের ভিতরে চলে এলো। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিহা অভিভূতের মতো বললেন, 'দেখ দেখ, কি চমৎকার জোছনা হয়েছে !'

ছায়ামূর্তির রেডিয়েশান গানের অগ্নিঝলক সেই জোছনাকে ম্লান করে দিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। আবার সেই উথাল পাতাল আলো আগের মতোই নীরবে ফুটে রইলো।

পরিশিষ্ট

পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় নি।

স্রুরার কথাতো আগেই বলেছি। অসাধারণ চিন্তা শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সম্মান সূচক এক লালতারা পেয়েছিলেন খুব কম বয়সেই। শেষ পর্যন্ত তিনিই ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটিকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

আর সেই স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় অন্ধ যুবকটি ?

চতুর্মাত্রিক জগতের জীবরা যাকে পাঠালো ফিহাকে হত্যা করবার জন্যে ?

না, তার উপর পৃথিবীর মানুষের কোন রাগ নেই। তার লেখা থেকেইতো মাথুর জানলেন ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটি, যা তিনি ভুল ভেবে ফেলে রেখেছিলেন তা ভুল নয়।

আর তার সাহায্যেই তো চতুর্মাত্রিক মহাপ্লাবন রোধ করা গেল।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে।

কত নতুন জ্ঞান, নতুন পথ আপনি এসে ধরা দিয়েছে মানুষের হাতে। এখন শুধু ছুটে চলা, জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে। ফিহার মত নিবেদিত প্রাণ বিজ্ঞানীরা কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছেন কবে মানুষ বলবে,

'তোমাদের আত্মত্যাগ, মানুষদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, তোমাদের সাধনা আমরা ভুলিনি। আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি। আমাদের কাছে কোন রহস্যই আর রহস্য নয়।'

ঠিক সন্ধ্যাবেলা পুবের আকাশে যে ছোট্ট তারাটি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে নীল আলো জ্বেলে আপনিতেই নিবে যায়। পৃথিবীর মানুষ সেটি তৈরী করেছেন ফিহার স্মরণে। সেই কৃত্রিম উপগ্রহটির সিলঝিন[২৩] নির্মিত কক্ষে পরমযত্নে রাখা হয়েছে ফিহার প্রাণহীন দেহ। সে সব কতকাল আগের কথা।

আজো সে উপগ্রহটি ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। হিসেব মত জ্বলে উঠছে মায়াবী নীল আলো। পৃথিবীর মানুষ যেন বলছে, "ফিহা তোমাকে আমরা ভুলিনি, আমাদের সমস্ত ভালবাসা তোমাদের জন্যে। ভালবাসার নীল আলো সেই জন্যই তো জ্বেলে রেখেছি।"

নির্ঘণ্ট

১। নিওরোণ ঃ মস্তিষ্কের যে সব কোষে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে।

২। দ্বৈত অবস্থানবাদ ঃ একই সময়ে একই স্থানে দুইটি বস্তুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কীয় সূত্র। (কাল্পনিক)

৩। মেমরী সেল ঃ মস্তিষ্কের নিওরোণ সেলের অনুকরণে কম্পিউটরে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তথ্য সংরক্ষণ করার সেল।

৪। ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণ ঃ ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক বস্তুর যোগসূত্র সম্পর্কিত সূত্র। (কাল্পনিক)

৫। টাইফা ঃ তিন লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

৬। এণ্ড্রোমিডা ঃ ছায়াপথের মতোই একটি নীহারিকা যা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী।

৭। W G K 166 ঃ একটি সাদা বামন নক্ষত্র (কাল্পনিক)

৮। সাদা বামন নক্ষত্র ঃ নক্ষত্রের মৃত্যু হওয়ার পূর্বে ক্ষুদ্রকায় অবস্থা। সূর্যও একটি স্তর পার হয়ে ক্ষুদ্রকায় সাদা বামন নক্ষত্রের রূপ নেবে।

৯। সিরান ঃ ঘটনা বর্ণিত সময়ে বিজ্ঞানীদের সম্মান সূচক উপাধী। (কাল্পনিক)

১০। ওমিক্রণ রশ্মি ঃ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ যা আন্তর্নীহারিকাপুঞ্জে যোগাযোগ ব্যবহার করা হয়। (কাল্পনিক)

১১। মাইক্রোফিল্ম ঃ বই ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে ক্ষুদ্রকায় ফটো তুলে রাখার পদ্ধতি।

১২। N G C 1303 ঃ দূরবর্তী কোয়াজার। (কাল্পনিক)

১৩। N B P 203 ঃ সাতাত্তর লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ (কাল্পনিক)

১৪। প্রোটোপ্লাজম : জীবকোষের জীবন্ত অংশটুকু।

১৫। চতুর্মাত্রিক জগৎ : দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা ও সময়, এই চারিটি মাত্রা নিয়ে গঠিত অদৃশ্য বস্তু। ত্রিমাত্রিক বস্তু যেরূপ চতুর্মাত্রা সময়ে পরিভ্রমণ করে চতুর্মাত্রিক বস্তু ঠিক সেরূপ পঞ্চম মাত্রায় পরিভ্রমণ করে। (কাল্পনিক)

১৬। ত্রিমাত্রিক জগৎ : দৈর্ঘ প্রস্থ ও উচ্চতা নিয়ে গঠিত বস্তু। আমাদের দৃশ্যমান জগত সম্পূর্ণই ত্রিমাত্রিক।

১৭। গামা রশ্মি : উচ্চ কম্পাংকের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ।

১৮। প্রতি পদার্থ : যে বিশেষ ধরনের পদার্থ সাধারণ পদার্থের সংস্পর্শে এসে উভয়েই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

১৯। জীন : জীবকোষের যে অংশটুকু প্রাণী দেহে পৈত্রিক গুণাবলী বহন করে।

২০। NGK 133 : এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

২১। মহাজাগতিক রশ্মি : মহাজগৎ থেকে নিয়ত যে শক্তি কণা পৃথিবীর বুকে আঘাত করছে।

২২। শক্তি বলয় : ঘটনা বর্ণিত সময়ে মহাজাগতিক রশ্মি ক্ষতিকর রূপ নেয়ার পর পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আয়োনোস্ফিয়ারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। (কাল্পনিক)

২৩। সিলঝিন : ১১৯ তম ধাতু সিলঝিনিয়াম ও এক্টিনিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরী বিশেষ ঘাতসহ সংকর ধাতু। (কাল্পনিক)



হুমায়ূন আহমেদ

তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'নন্দিত নরকে' ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত হয়। বাঙলাদেশ লেখক শিবির 'নন্দিত নরকে' কে ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত কথাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে "হুমায়ুন কবির স্মৃতি" পুরস্কারে সম্মানিত করে।

হুমায়ূন আহমেদের ভাষার অনায়াস প্রবহমানতা, তাঁর সহজ নিরুচচার্য মাধুর্য এমন একজন শিল্পীকে চিনিয়ে দেয় যিনি মহান উত্তরণের দ্বার প্রান্তে এসে দাড়িয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে রসায়ন শাস্ত্রের অসাধারণ কৃতিছাত্র। পেশা অধ্যাপনা। বর্তমানে বাঙলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক।

রচনার কালক্রম অনুসারে তাঁর গ্রন্থপঞ্জী—শঙ্খনীল কারাগার (১৯৬৯) নন্দিত নরকে (১৯৭০) তোমাদের জন্যে ভালোবাসা (১৯৭২) অচিনপুর (১৯৭৩) একটি সবুজ ভালুকের গল্প (১৯৭৩)।